উত্তরণ

দিন বদলের কাহিনী

পশ্চিমবঙ্গ বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প

ব্লক -এল বি-২ , সল্টলেক , কলকাতা-৭০০১০৬

বন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

JICA

উত্তরণ

দিন বদলের কাহিনী

পশ্চিমবঙ্গ বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প

ব্লক -এল বি-২ , সল্টলেক , কলকাতা-৭০০১০৬

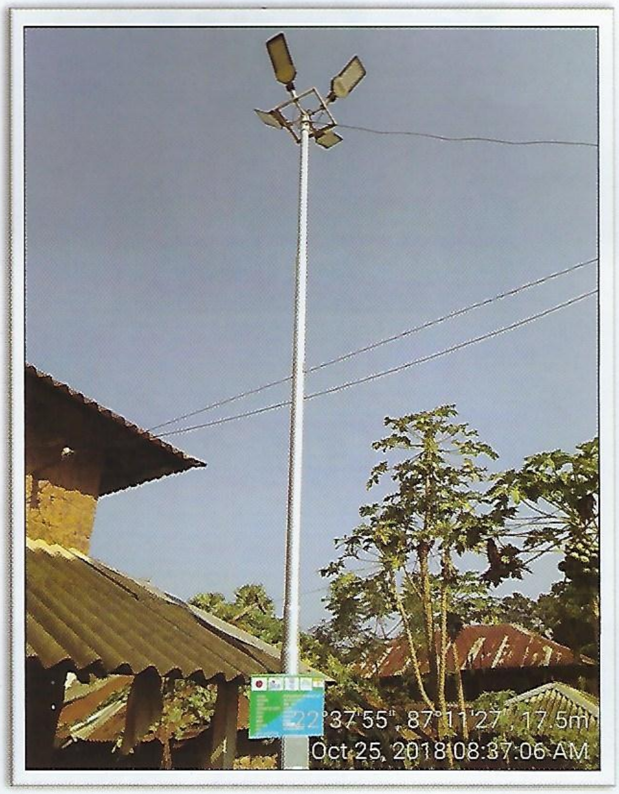
22°37'55", 87°11'27", 17.5m
Oct 25, 2018 08:37:06 AM

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান কাজ হল, বন প্রান্তের প্রান্তিক দরিদ্র মানুষদের আর্থিক ক্ষমতায়নের প্রয়াস, যার মুলতঃ দুটি উদ্দেশ্য।বনভূমির সংরক্ষণে এই জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা ও একই সাথে বনেব উপর তাদের নির্ভরশীলতা কমিয়ে,সারা বছর ব্যাপী এক সুষ্ঠু জীবিকার পথ তাদের জন্য উন্মোচন করা।এই কাজের ইতি বাচক দিকগুলি হল, জঙ্গলের উপর স্থানীয় মানুষদের নির্ভরশীলতা কমানো, তাদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন এবং বনসংরক্ষণে তাদের আরো ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহন।

পশ্চিম বঙ্গ বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্পের অন্যতম কাজ হল সমষ্টি উন্নয়ন। এই কাজটির দুটি অভিমুখ। প্রথমত যে সব স্বীকৃত বন সুরক্ষা কমিটি আছে তাদের আরো ক্ষমতায়ন, তাদের মাধ্যমে, বনপ্রান্তের গ্রামগুলিতে কিছু পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ এবং দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও আপাত নতুন কাজটি হল, ঐ অঞ্চলের স্বনির্ভর দলগুলির মাধ্যমে, প্রান্তিক মহিলাদের কাছে পৌঁছানো ও তাদের সামান্য অর্থ সাহায্যের (ক্ষুদ্রঋণ) মাধ্যমে নিজেদের ক্ষুদ্র ব্যবসা চালু করতে উদ্বুদ্ধ করা।

প্রকল্পের এই যাত্রাপথে নানবিধ অভিজ্ঞতা আমাদের সমৃদ্ধ করেছে, একদিকে যেমন আশাতীত সাফল্যের ছবি আমাদের এক বড় প্রাপ্তি, তেমনি কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আমাদের কাছে শিক্ষনীয়।

এই পুস্তিকাতে প্রকল্পের এই বিশেষ যাত্রাপথের কিছু শিক্ষনীয় অভিজ্ঞতাকে সংকলিত করা হল। সাথে সংযোজিত হল আমাদের এই বিশেষ কাজের জন্য তৈরী কিছু নিয়মের খুঁটিনাটি। এই পুস্তিকা বনপ্রান্তরে বসবাসকারী মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনের দলিল, তাদের দারিদ্র্যের সাথে অসম যুদ্ধে টিকে থাকা ও মাথা উঁচু করে বাঁচার দলিল। এই পুস্তিকা যদি আরো অনেক প্রান্তিক মানুষদের অনুপ্রাণিত করে, তাহলে স্বল্পপরিসরে করা আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক বলে আমরা মনে করব।

আমাদের আশা পশ্চিমবঙ্গ বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্পের এই উদ্যোগ বনপ্রান্তে বসবাসকারী মানুষের বিকল্প আয়ের দিশারী হবে, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্যও তাদের অবদানের এক অনবদ্য দলিল হয়ে থাকবে।

প্রকল্প পরিচালন ইউনিট
পশ্চিমবঙ্গ বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গ বন ওজীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্পের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্ষুদ্রবিত্তর মাধ্যমে আয়ের সংস্থান বৃদ্ধির কর্মসূচীর উদ্দেশ্য।

বনের প্রান্তসীমায় বসবাসকারী দরিদ্র পরিবারগুলি, যারা বন সুরক্ষা কমিটিরও সদস্য, তারা জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে নিয়তই নানান বাধার সম্মুখীন হন। প্রত্যন্ত স্থানে বাসজনিত সংযোগের অসুবিধা, দারিদ্র উদ্ভুত পুঁজি না থাকা ও সেই জন্য স্বাধীন ভাবে ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করা বা টিকিয়ে রাখার সমস্যা। স্থানীয় মহাজনী কারবারের শিকার হওয়া ও ব্যবসা থেকে যথেষ্ট লাভ না করতে পারার সমস্যা ইত্যাদি। এছাড়া নিত্য দারিদ্র্যর সমস্যা তো আছেই। এর ফলশ্রুতিতে অনেকেই মূল অর্থনৈতিক পরিমন্ডলের বাইরেই থেকে যান বা সনাতন চাষাবাদ ও বন থেকে নানান দ্রব্য আহরণ করে জীবন চালানোর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এই নির্ভরশীলতার মূলত দুটি ক্ষতিকর দিক আছে, প্রথমত চাষের আয় যদি জীবিকার একমাত্র উৎস হয়, তাহলে অনেকসময়ই সেই আয় এক সুষ্ঠ জীবনমান বজায় রাখার জন্য নির্ভরযোগ্য হয় না। এই পরিবারগুলির অনেকেরই নিজের জমিও নেই, ভাগ চাষ ও বৃষ্টির জল সম্বল - কৃষি তে ঝুঁকি অনেক বেশী। দ্বিতীয়ত অনেক ক্ষেত্রেই, বনজ সম্পদের উপর নিয়ম বহির্ভূত নির্ভরশীলতা, বন সংরক্ষনের জন্য একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই দারিদ্র্য ও নির্ভরশীলতার চক্র ভেঙে বনপ্রান্তের পরিবারদের, বিশেষ করে মহিলাদের, ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বর্তমান প্রকল্প তাই আয়ের কাজটির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই প্রকল্প এমন এক মডেল তৈরী করতে প্রয়াসী যা স্বচ্ছ ও যার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে মহিলা ও তাদের পরিবার উপকৃত হবে। আর সব থেকে বড় কথা এই উদ্যোগ হবে দীর্ঘজীবী। কারন বনদপ্তরের এই ক্ষুদ্র ঋণ আসলে তাদের এক স্থায়ী পুঁজি তৈরি করতে সহায়ক হবে। আর বলাই বাহুল্য প্রধানতম লক্ষ্য হল বনের উপর থেকে এই পরিবারগুলির নির্ভরশীলতা ক্রমে হ্রাস করা। উপরোক্ত উদ্দেশ্য নিয়ে বর্তমান প্রকল্পের আয়-সংক্রান্ত কর্মসূচী সাফল্যের সাথে চলছে ১২০০ স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে, তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আছে ৬০০ বন সুরক্ষা কমিটি ও তাদের সাহায্যে রয়েছে, এই প্রকল্পে কর্মরত গ্রামস্তরের কর্মী, এনজিও তথা সামগ্রিক বন দপ্তর। ঋণ দেওয়ার পাশাপাশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য ধারাবাহিক ভাবেই প্রশিক্ষনের আয়োজন করাও এই কাজের অন্যতম অঙ্গ।

পশ্চিমবঙ্গ বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্পে সমষ্টি উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য গৃহীত সফল নীতি ও পদক্ষেপ ঃ

প্রকল্পের সমষ্টি পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ তথা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্ষুদ্রবিত্তের মাধ্যমে আয়ের সংস্থান কর্মসূচীর জন্য একাধিক ধারাবাহিক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে, যেগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও যার ফলে সমগ্র কাজটি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এখানে আমরা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্ষুদ্রবিত্তের মাধ্যমে আয়ের সংস্থান কাজ তথা সমষ্টি পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজের জন্য গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলি এক ঝলকে দেখে নেব।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নির্বাচনে বিশেষ সতর্কতা নেওয়া

এই প্রকল্পের শুরুতেই এক প্রাথমিক সমীক্ষা করা হয়, যার ব্যাপ্তি ছিল সমগ্র প্রকল্পভূক্ত অঞ্চল।এই সমীক্ষায় বনের প্রান্তে বসবাসকারী মানুষদের জীবনমান, পেশা, সম্পদ, আয়ের উৎস, সমস্যা ও সম্ভাবনা ধরা পড়ে। উঠে আসে বনের উপর তাদের চিরাচরিত নির্ভরশীলতার তথ্য। আরো ধরা পড়ে বনাঞ্চলের সংরক্ষণ করেও কি ধরনের (এন টি এফ পি) বনজ দ্রব্য আহরণ করা সম্ভব ও তার থেকে কি ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসা করা যায়। বনপ্রান্তের গ্রামের

পরিকাঠামো, বাজারের দুরত্ব, বিভিন্ন জিনিসের চাহিদা ও দাম, পরিবহনের সুবিধা-অসুবিধার এক সামগ্রিক চিত্র এই সমীক্ষা থেকে বেরিয়ে আসে, যা পরবর্তী পদক্ষেপের পরিকল্পনার জন্য ছিল অপরিহার্য। এরপরে এমন স্বনির্ভর দল সনাক্ত করা হয়, যাদের অতীত কর্মকান্ডের চিত্রটি ভালো। এখানে পঞ্চসূত্রকে কাজে লাগানো হয় যেমন ১। নিয়মিত মিটিং ২। নিয়মিত সঞ্চয় ৩। নিয়মিত ঋণ দেওয়া ৪। নিয়মিত ঋণ শোধ ৫। নিয়মিত খাতাপত্র গুছিয়ে রাখা। এছাড়াও মহিলারা বন সুরক্ষা কমিটিতে কতটা সক্রিয় বা বনের সংরক্ষনে তাদের কিরকম ভূমিকা এগুলিও বিচার্য।

বনসুরক্ষা কমিটির তত্ত্বাবধানেএক ঋণের তহবিল খোলা

এই প্রকল্পের অধীনে স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের ক্ষুদ্র ঋণ দিতে বনসুরক্ষা কমিটির তত্ত্বাবধানে এক ঋণ তহবিল খোলা হয়। প্রতিটি বনসুরক্ষা কমিটির জন্য ১.২৫ লাখ টাকার তহবিল সৃষ্টি করা হয় ও এই টাকার হিসাব আলাদা করে রাখতে একটি পৃথক ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা হয়। ক্ষুদ্র ঋনের এই কাজ সার্থক ভাবে চালাতে, বন দপ্তর, এন জি ও এবং এক্সটেনশান ওয়ার্কার বা এই প্রকল্পের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত কর্মীরা বনসুরক্ষা কমিটিকে সাহায্য করে। ক্ষুদ্র ঋণ তহবিলের ১ লাখ ২৫ হাজার টাকাও একবারে দেওয়া হয় না। স্বনির্ভর দলের জমা করা আবেদন, যা বনসুরক্ষা কমিটি মঞ্জুর করে, সেই হিসেবমত টাকা দেওয়া হয়। এই কর্মকাণ্ডের নিয়মিত দেখভাল করে প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্মী এবং ডি এম ইউ এর পক্ষে ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার ও তাঁর কর্মীবৃন্দ।

ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে ব্যবসা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম প্রশিক্ষণ ও সাহায্য করা

ঋণ গ্রহীতাদের চাহিদা অনুযায়ী সময়মত প্রশিক্ষন কর্মসূচীর আয়োজন করা, তাদের প্রতিদিনের কাজে কর্মে হাতেকলমে সাহায্য করার দায়িত্বে থাকে মূলত এন জি ও এবং এক্সটেনশান ওয়ার্কার। এই দৈনন্দিন সাহায্য মহিলাদের ব্যবসাকে সফল করতে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

ব্যবসায়িক পরিকল্পনা (বিজনেস প্ল্যান)নির্ধারন ও প্রস্তুত করা

বন সুরক্ষা কমিটির দ্বারা নির্বাচিত স্বনির্ভর দলগুলি এই ব্যবসা পরিকল্পনা তৈরি করে তাদের কর্মদক্ষতা, স্থানীয় কাঁচামাল পাওয়ার সুযোগ ও পণ্যের বাজারের কথা মাথায় রেখে।এন জি ও এবং এক্সটেনশান ওয়ার্কাররা তাদের এই পরিকল্পনা তৈরিতে সাহায্য করে থাকে। ক্ষুদ্রবিত্ত, স্বনির্ভর সমষ্টি ও আয়ের সংস্থান বৃদ্ধির ব্যাপারে একটি গাইড বুক প্রকাশিত হয়েছে ইংরাজী ও বাংলাতে। এই পরিকল্পনা প্রস্তুতের সময় সেই গাইড বুককে অনুসরন করা হয়েছে।

স্বনির্ভর দলগুলির বিশেষ ভূমিকা

সদস্য নির্বাচন, ব্যবসা পরিকল্পনা অনুমোদন, ঋণের জন্য বন সুরক্ষা কমিটির কাছে সুপারিশ, ব্যবসা ঠিকমত চালাতে সাহায্য ও ঋণ পরিশোধের দিকে নজর রাখা, এই সমস্ত ক্ষেত্রেই স্বনির্ভর দলগুলি মুখ্য ভূমিকা নেয়। এতে বনসুরক্ষা কমিটির কাছে তাদের এক দায়বদ্ধতার জায়গা তৈরি হয়। এই কাজে অবশ্যএন জি ও এবং এক্সটেনশান ওয়ার্কাররা সাহায্য করে।

ব্যবসা পরিকল্পনাকে একাধিকবার বিভিন্ন স্তরে খতিয়ে দেখা হয়।

এন জি ও এবং এক্সটেনশান ওয়ার্কাররা স্বনির্ভর দলের ব্যবসা পরিকল্পনা বানাতে সাহায্য করে। এরপরে বনসুরক্ষা

কমিটি সেই পরিকল্পনা দেখে তার মতামত দেয় ও তা অনুমোদন করে, তখন তা আসে প্রকল্পের ডিভিশনাল ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে। সেখানে আরো এক দফা তা যাচাই করে পাঠানো হয় কেন্দ্রীয় ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে (পি এম ইউ)। আর পি এম ইউ এই পরিকল্পনাকে আরো একবার খতিয়ে দেখে অনুমোদন করে। এর ফলে ব্যবসা পরিকল্পনায় ভুল ত্রুটির সম্ভাবনা খুব কমে যায় ও পরিকল্পনাটিও নানান পরামর্শ পেয়ে সমৃদ্ধ হয়।

ঋণ দেওয়া ও পরিশোধের প্রক্রিয়া

পুরো প্রক্রিয়া খুব স্বচ্ছ ভাবে ব্যাংকের মাধ্যমে করা হয়। এই কাজের হিসাব রাখতে বিশেষভাবে বানানো এক সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়।

পরিশোধ নিশ্চিত করা

প্রাথমিক ভাবে ঋন গ্রহীতারা সময়ে কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকেন। এক্সটেনশন ওয়ার্কাররা ও এন জি ওরা এই কাজে তাদের প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করে। কত করে কিস্তি দিতে হবে তার হিসাব ঋন দেওয়ার সময় গ্রহীতাদের দিয়ে দেওয়া হয়। সর্বোচ্চ ১২ টি কিস্তিতে ধার শোধ করতে হয়। প্রকল্পের সমস্ত কর্মী ও বনসুরক্ষা কমিটির সাথে ঋণ গ্রহীতাদের নিয়মিত যোগাযোগ, তাদের নানা প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেওয়া বা অন্যত্র এই রকম কাজ দেখতে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা ধার পরিশোধ করার ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে এক সামাজিক চাপের বা জবাবদিহির বাধ্যবাধকতার কাজ করে। এছাড়াও স্বল্প সময়ের মধ্যে আয়/লাভ হয় এমন ব্যবসাতেই যেহেতু ধার দেওয়া হয়, তাই যারা ধার নেন, লাভের অংশ থেকে কিস্তি শোধ দিতে তাদের অসুবিধা হয় না। যে টাকা কিস্তিতে বন সুরক্ষা কমিটির কাছে ফিরে আসে, তার থেকে তারা আবার নতুন ঋণ দেয়। বন সুরক্ষা কমিটির অংশীদারিত্ব বাড়াতে, ঋণের টাকার উপর তাদের সামান্য প্রশাসনিক ব্যয় নেওয়ার ব্যবস্থা মঞ্জুর করা হয়েছে, যেটা কমিটি পুরোপুরি লাঘব করতে পারে।

সাধারণত একসাথে সব টাকা স্বনির্ভর দলের লাগে না, যা লাগে সেই মত টাকা তাদের দেওয়া হয়। তাছাড়া যদি কোন দল যৌথ কাজের জন্য একসাথে টাকা নিতে চায় তবে সেই মর্মে তারা আবেদন করে।বনসুরক্ষা কমিটির অনুমোদন পেলে চেকের মাধ্যমে বা ব্যাংকে টাকা দেওয়া হয়।

নিয়মিত পর্যবেক্ষন ও ঋণ গ্রহীতাদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান

সমস্ত স্তরেই যথানিয়মে খাতা পত্র রাখা হয়। গ্রামস্তরে এন জি ও এবং এক্সটেনশন ওয়ার্কাররা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও খাতা পত্র গোছাতে ঋণ গ্রহীতাদের/স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে সাহায্য করে। একটা সহজ সফটওয়্যার ব্যবহার করে সমগ্র কর্মকাণ্ডের অগ্রগতির হিসাব রাখা হয়। এই কাজে ডি এম ইউ ও পি এম ইউ অতি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।নিয়মিতভাবে সংগৃহীত তথ্য প্রকল্পের মূল তথ্যভাণ্ডারে জমা হয়।

ঋণ তহবিলকে দীর্ঘমেয়াদী ভাবে চালু রাখার পরিকল্পনা

ধারের টাকার উপর নেওয়া প্রশাসনিক ব্যয় এই ঋণ তহবিলকে ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী করবে মনে করা যায়। এছাড়া বন সুরক্ষা কমিটির ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনায় ক্ষমতায়নও পরোক্ষভাবে এই ঋণ তহবিলের ভবিষ্যতকে শক্তিশালী করতে পারে।

সাহায্য ফান্ডের ব্যবহার (স্বনির্ভর দলের দেওয়া ঋণের যথাযথ বন্টন ও ব্যবহারের সার্টিফিকেট)

সদস্যরা ঋণের টাকা পাওয়ার পরে এরকম একটি সার্টিফিকেট স্বনির্ভর দল বন সুরক্ষা কমিটির কাছে দেয় যা একঅর্থে গ্যারান্টির সমতুল।

অন্যান্য সহযোগিতা

এন জি ও এবং এক্সটেনশন ওয়ার্কাররা বন সুরক্ষা কমিটির সাথে, স্বনির্ভর দল ও সদস্যদের সাথে নিয়মিত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন ও প্রকল্পের নিয়ম কানুন বুঝিয়ে বলেন, সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী পরিষেবা দিতে চেষ্টা করেন এবং তাদের কাগজপত্র গুছিয়ে রাখতে সাহায্য করেন বছরে একবার একজন চাটার্ড একাউন্টেন্ট হিসাবের অডিট করবেন বলে নির্ধারিত আছে।

সমষ্টি স্থায়ী সম্পদ তৈরি গ্রামীণ বিকাশের উল্লেখযোগ্য সফল নীতি

সমষ্টির স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করা হয় বন ও সুরক্ষা কমিটির অধীনে এর উদ্দেশ্য হল প্রান্তিক গ্রামীণ সমাজে কিছু স্থায়ী সম্পদ তৈরি করা যা গ্রামবাসীদের দ্বারা ব্যবহৃত হবে ও যার দেখভাল বন ও সুরক্ষা কমিটি করবে। সমষ্টি স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলি নিম্নরূপঃ

সমষ্টির পরিকাঠামো উন্নয়নের কার্যক্রমের নিয়মাবলীঃ

(i) যে কাজগুলি নেওয়া হবে সেগুলি যেন নির্দিষ্ট JFMC—র বার্ষিক অনুপরিকল্পনার (মাইক্রোপ্ল্যান) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। কিন্তু কখনো যদি কোন রকম পরিবর্তন করতে হয়, তা অবশ্যই নির্দিষ্ট JFMC-র সাধারণ সভায় যথাযথ বিশ্লেষণ করা বাধ্যতামূলক ও সঙ্গত কারণগুলিও সেইসঙ্গে উল্লেখ করতে হবে ।

(ii) বার্ষিক প্ল্যান চূড়ান্ত করবার সময় , অনুপরিকল্পনা (মাইক্রোপ্ল্যান) অনুযায়ী একের বেশী কাজ মনোনীত করা যেতে পারে। কিন্তু তা যেন নির্দিষ্টকৃত বরাদ্দ অর্থের মধ্যেই থাকে এবং সেই কাজের উদ্দেশ্যেই যেন ব্যবহৃত হয়। স্কীমের বাইরে গিয়ে কোন অবস্থাতেই কোন নির্দিষ্ট কাজকে ভাগ করা যাবে না। JFMC সদস্যদের কাছে আগে থেকেই এই বিষয় নিয়ে পরিষ্কার কথা বলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

(iii) সমষ্টির (কমিউনিটি) পরিকাঠামো সংক্রান্ত কাজকর্ম অবশ্যই সমষ্টির জমিতে বা অন্য কোন ব্যক্তিগত জমিতেও হতে পারে যেটা আইনত ভাবে সমষ্টির কাজের জন্যই দান করা হয়েছে। জঙ্গলের কোন জমি বা কোন সরকারী জমিতে এই ধরণের কাজ করা যাবে না। এই বিধি অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

(iv) অধিক সংখ্যক JFMC সদস্য যাতে সুযোগ সুবিধে পেতে পারে তেমন স্কীমে জোর দিতে হবে। যেমন — জল সঞ্চয় এবং ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন করার মধ্যে বাছতে হলে ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ জল সংরক্ষণ পদ্ধতির ওপর জোর দিতে হবে।

(v) উপরোক্ত (iv) নং —এ লিখিত স্কীম যদি না মনোনীত করা হয়, অর্থাৎ— জল উত্তোলন পদ্ধতিই যদি নির্বাচন করা হয় তবে তা অবশ্যই করার জন্য ভাবা যেতে পারে, কারণ স্থানীয় জনসাধারণের কাছে জলই মৌলিক চাহিদা। বিশেষত পানীয় জল। এই কাজ করতে হলে সরকারী নিয়ম বিধি, গাইডলাইন সংশ্লিষ্ট সরকারী দফতর

বা এজেন্সি যেমন — PHE, সেচ, SWID ইত্যাদির নিয়ম কঠোর ভাবে মেনে চলা উচিৎ, বিশেষ করে পাম্প সেট (HP) ব্যবহার করার ক্ষেত্রে। এবং পাইপের ব্যাস ইঞ্চিতে কতটা থাকবে সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারী দফতর / এজেন্সির অনুমতি নিতে হবে।

(vi) বিশেষ কোন ক্ষেত্রে যেখানে গভীর নলকূপ খনন বা কুয়ো স্থাপন করতে হবে, সেখানে ভূগর্ভস্থ সঞ্চিত জলের পরিমান জানার জন্য প্রতিরোধ ক্ষমতা পরীক্ষা করতে হবে এবং বিদ্যুৎ সংযোগ আছে কি না দেখে নিতে হবে। JFMC সদস্যরা তাদের নেওয়া বৈদ্যুতিক সংযোগের মিটার অনুযায়ী আসা বিল মেটানোর বিষয়ে সাধারণ সভায় (জেনারেল বডি মিটিং) এই আলোচনা ও তার সমাধান করে নেবে। এটা একদম পরিষ্কার করে বুঝে নিতে হবে যে, বিদ্যুৎ সংযোগ এবং / অথবা তার বিল দেওয়ার ভার কোন ভাবেই বন দফতর নেবে না।

(vii) বন দফতরের এই প্রকল্প হল জঙ্গল সংলগ্ন অঞ্চলের বাসিন্দাদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য নেওয়া একটি উদ্যোগ। যাইহোক, এটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে এমন কোন স্কীম চালু করা যাবে না যা সরকারী নিয়ম কানুন লঙ্ঘন করে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা -সমষ্টির উন্নয়নের কাজে এই প্রকল্পের দুটি ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিম্নরূপঃ

১। সমষ্টি স্থায়ী সম্পদের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষন

যে কোন প্রকল্পের শিক্ষনীয় বিষয় গুলি লিপিবদ্ধ করা, তার থেকে শিক্ষা নেওয়া ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনার অংগ। একটা প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবকে সুনিশ্চিত করতে ও তার সুফলকে ধরে রাখতে, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা অপরিহার্য। সমষ্টি ভিত্তিক স্থায়ী সম্পদের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা এর অন্তর্গত।

এই প্রকল্পে বনপ্রান্তের গ্রামে মানুষদের সাহায্যের জন্য সমষ্টিভিত্তিক স্থায়ী সম্পদের নির্মান করা হয়েছে। পুরো প্রক্রিয়াতেই জনসাধারণের সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। কি ধরনের সম্পদ দরকার, কোথায় তা বসবে, তার নির্মান ও রক্ষণাবেক্ষণের কি ব্যবস্থা তা মিলিত ভাবে আলোচনা করে স্থির হয়।

সমষ্টি স্থায়ী সম্পদের মালিক স্থানীয় মানুষ ও বনসুরক্ষা কমিটির সদস্যরা। তারাই এই সম্পদের দেখাশোনা, পরিচালনা ও ভবিষ্যতে এর দেখভাল করবেন। এই সম্পদ ব্যবহার করার ও চালু রাখার যে নিয়মিত খরচ তার ব্যয়ভার জনগণই বহন করবেন।সমষ্টি সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার করার জন্য, এই প্রকল্পে কিছু নির্দেশিকা দেওয়া আছে তা নিম্নরূপঃ

ক. প্রতিটি বনসুরক্ষা কমিটির কাছে সমষ্টি সম্পদের এক তালিকা থাকবে, যাতে সম্পদের ধরন, অবস্থান, কতজন উপকৃত হচ্ছেন তার তথ্য, সম্পদ সৃষ্টির খরচ, সম্পদ পরিচালনার নিয়মিত খরচের বিশদ বিবরণ থাকবে।

খ. প্রকল্প চালু হওয়ার পরে এই সম্পদগুলোর যথাযথ ব্যবহার ও দেখভাল করা বনসুরক্ষা কমিটির দায়িত্ব। এর জন্য সমস্ত খরচ তারাই করবেন- প্রয়োজন হলে সার্বজনীন চাঁদার মাধ্যমে, কেননা এই সম্পদের সুফলভোগী হলেন ঐ এলাকার জনগণই।

গ. সম্পদ সংরক্ষণ তথা ব্যবহার করার জন্য টাকা কি ভাবে জোগাড় হচ্ছে সেটিও সম্পদের তালিকার খাতায় লেখা থাকবে।

ঘ. বনসুরক্ষা কমিটির মধ্যে সম্পদের দেখভাল করার জন্য এক ছোট কমিটি (নূন্যতম তিন সদস্য ও একজন বন দপ্তরের প্রতিনিধি) তৈরি করা হবে। এই কমিটি সম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবেন।

ঙ. বনসুরক্ষা কমিটিতে সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য একটি ছোট তহবিল খোলা হবে। এই তহবিলের আয়ের উৎস হবে কমিটির নানান সূত্র থেকে আয়ের ১ টাকা বা স্বনির্ভর দলকে দেওয়া ঋণের থেকে পাওয়া প্রশাসনিক ব্যয়ের টাকা। এই টাকা সম্পদগুলো সারাতে ও চালু রাখতে ব্যবহার করা হবে।

চ. বনসুরক্ষা কমিটির অধিবেশনে, সম্পদ কমিটি নিয়মিত ভাবে সম্পদের অবস্থা ও ব্যবহার নিয়ে প্রতিবেদন পেশ করে সবাইকে জানাবে। কি ভাবে কত মানুষ উপকৃত হচ্ছে তার খতিয়ান রাখবে।

ছ. সমষ্টিসম্পদ ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষনের ভালো উদাহরণ গুলি সংরক্ষিত হবে, অন্যদের অনুপ্রানিত করতে।

এ নিয়মগুলিই ভবিষ্যতে সমষ্টি সম্পদের দীর্ঘমেয়াদি কার্যকাল নিশ্চিত করবে ও তার উপযুক্ত ব্যবহারও নিশ্চিত করবে।

২। মডেল স্বনির্ভর দল সনাক্তকরণ ঃ

বর্তমান প্রকল্পে স্বনির্ভর দলের সদস্যদের মারফত আয় বাড়ানোর জন্য ও জীবন জীবিকার মান উন্নত করার জন্য ঋণ দেওয়া হচ্ছে। এই ক্ষুদ্র ঋণ, অনেক প্রান্তিক মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে, তাদের দারিদ্র্য ও দুর্দশা থেকে মুক্তি দিয়েছে। এই পুস্তিকায় তেমনি বেশ কিছু উত্তরনের গাথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রকল্পের এই কাজের উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখে স্থির করা হয়েছে, এই সাফল্যকে আরো ছড়িয়ে দিতে ও সফল স্বনির্ভর দলগুলোর আরো উন্নতিকল্পে প্রতিটি এফ এম ইউ তে একটি করে মডেল স্বনির্ভর দল গঠন করা হবে। পঞ্চসূত্র অর্থাৎ নিয়মিত সাপ্তাহিক মিটিং, নিয়মিত সাপ্তাহিক সঞ্চয়, নিয়মিত ঋণের লেন দেন, নিয়মিত ঋণ পরিশোধ, নিয়মিত খাতাপত্র গুছিয়ে রাখা,এছাড়াও বনসুরক্ষার কাজে তাদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি হবে নির্বাচনের মাপকাঠি।

মূল মানদণ্ড গুলি নিম্নরূপঃ

- স্বনির্ভর দলটি আগে কোথাও কোন ঋণ খেলাপ করেনি। (আর্থিক স্বচ্ছতা)
- নিজেদের দলে সদস্যরা সক্রিয় ও একে অপরের ভালো মন্দের খেয়াল রাখে। (সামাজিক সদ্ভাব)
- এরা নিয়মিত মিটিংয়ে অংশ নেয়। এদের হিসেব নিকেশ গুছিয়ে রাখা থাকে ও অন্যান্য খাতাপত্র এরা ঠিকঠাক লিখে রাখে (দলীয় শৃঙ্খলা)
- সদস্যরা ব্যক্তিগত চাঁদা দিয়ে দলের দলীয় তহবিল গঠন করেছে (দায়িত্ববোধ)
- বর্তমান প্রকল্পের অধীনে ঋণ নিয়ে থাকলে তা নিয়মিত শোধ দিচ্ছে বা দিয়েছে।(ঋণ গ্রহনের ইতিহাস)
- ধার নেওয়া টাকা নিয়মিত ভাবে ব্যবসায় খাটছে (মুলধনের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা)
- স্বনির্ভর দলের মধ্যে নেতৃত্বতে নিয়মিত বদল (পরিচালনাতে সাম্যাবস্থা)

- ঋণের টাকার থেকে সব সদস্যই যাতে সমান ভাবে লাভবান হয় তা দেখা (সমভাব)।
- বনসুরক্ষা কমিটির মিটিংয়ে অংশ নেওয়া
- বন সংরক্ষণ করার কাজে অংশ নেওয়া।

মডেল স্বনির্ভর দল খুঁজে পেতে কার কি দায়িত্ব?

বন কর্মী,এক্সটেন্সান ওয়ার্কার,এন জি ও কর্মী রা ভালো কাজ করছে এমন স্বনির্ভর দলকে খুঁজে বের করবে।

- ডি এম ইউ প্রধান বা তাঁর সহকারী তা পরিদর্শন করে মডেল স্বনির্ভর দল বেছে নেবেন
- এই কাজে ডি এম ইউ প্রধানকে পরামর্শ দেবেন তাঁর সহকারী এবং রেঞ্জ অফিসাররা।

মডেল স্বনির্ভর দলকে যা সাহায্য দেওয়া হবেঃ

- প্রতিটি মডেল স্বনির্ভর দল পরবর্তী দুই বছরের জন্য এক কর্ম পরিকল্পনা বানাবে
- তারা যে ব্যবসা করতে চায় তার সঠিক শ্রেণী বিভাগ করবে যেমন খুচরা ব্যবসা বা কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসা, খাদ্যের ব্যবসা ইত্যাদি
- প্রতিটি মডেল স্বনির্ভর দল তিন লাখ টাকার ঋণ পাবে, দুই বছরের ব্যবসার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য। ব্যবসায় তিন লাখের বেশি বা কম লাগতে পারে, তবে গড়ে তিন লাখের হিসাবটা নিশ্চিত করবে ডি এম ইউ।
- এক্সটেনশন ওয়ার্কার,এন জি ও এবং অন্যান্যরা স্বনির্ভর দলের কাজে সার্বিক সহযোগিতা করবে।
- স্বনির্ভর দলের সদস্যদের প্রয়োজনীয় কর্মকুশলতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, অন্যত্র উচ্চমানের কাজ দেখে শেখার সুযোগ করে দেওয়া হবে।
- প্রতিটি মডেল স্বনির্ভর দলে খাতা পত্র একেবারে চমৎকার ভাবে লিখে রাখা থাকবে
- ডি এম ইউ প্রধান চেষ্টা করবেন এই স্বনির্ভর দলগুলির সাথে অন্য সরকারি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে (কনভারজেন্স)

মডেল স্বনির্ভর দলকে উৎসাহ দিতে ও তাদের পরিচিতি বাড়াতে প্রতি বছর মেলা আয়োজন করা ও শ্রেষ্ঠ স্বনির্ভর দলকে সম্মানিত করা যেতে পারে। এই মডেল স্বনির্ভর দলের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে প্রতি দলে দ্বিতীয় শ্রেনীর নেতৃত্ব বিকাশের দিকে জোর দেওয়া ও তাদের প্রশিক্ষক হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা যায়। যাতে এরাই অন্য স্বনির্ভর দলকে প্রশিক্ষণ দিতে পারে।

কারুশিল্প, দক্ষতা ও আকাঙ্ক্ষার মিশেল মিঠুর "মোড়া"

নাম — মিঠু বাদ্যকর

এস এইচ জি — সময় মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী

জেএফএমসি — তেলিপাড়া

জীবিকা — বাঁশ ও বেতের কারুশিল্প

বর্ধমান ডি এম ইউ

দুর্গাপুর এফ এম ইউ

জে এফ এম সি থেকে পাওয়া ঋণ আমাদের স্থানীয় মহাজনদের চাপের থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং এখন আমরা আরো বেশী আয় করতে পারবো

ভারতে, বেতের তৈরি আসবাবপত্র আরামদায়ক, সুন্দর, টেকসই এবং উচ্চ নান্দনিক আবেদনপূর্ণ। দৈনন্দিন ব্যবহারিক আসবাবপত্র তৈরির জন্য বেত একটি আদর্শ উপাদান, যেমন চেয়ার, টেবিল, জুতা, র্যা ক, বুকশেলভ, সোফা, টুল ইত্যাদি। অপরদিকে, আসবাবপত্রের কাঁচামাল হিসাবে বাঁশের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী।

বর্তমান বিশ্বে পরিবেশবান্ধব উপকরণকে ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। সেখানে জীবিকা হিসাবে এই বাঁশ ও বেতের কারুশিল্প এবং আসবাবপত্রকে বেছে নেওয়াই সেরা বিকল্প। এই উপকরণের ব্যবহার গ্রামীণ ভারতের প্রথাগত ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্পের গৌরবগাথা প্রচার করে।

বিগত তিন পুরুষের বংশানুক্রমে বাঁশ ও বেতের কারুশিল্প নির্ভর রোজগেরে পরিবারে কুড়ি বছর আগে মিঠু বাদ্যকরের বিয়ে হয়। তারপর থেকে সে পারিবারিক ব্যবসাতে পণ্যসামগ্রী তৈরী এবং ব্যবসা প্রসারণের কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। কলকাতা, শান্তিনিকেতন, গ্রামের বাইরে বেশিরভাগ শহর এবং মফস্বল এলাকায় তাদের তৈরি পণ্য বিক্রি হয়। মিঠুর পরিবারে পারিবারিক ব্যবসা চালানোর জন্য পুরুষ এবং নারী উভয়ে একসঙ্গে কাজ করে। স্বামী এবং শ্বশুরের কাছ থেকে মিঠু পূর্ণ সমর্থন পায়, যেজন্য সে ঘর ও ব্যবসা উভয় কাজে ভারসাম্য রাখতে পারে। তারা কাঁচা বাঁশ কিনে আগুনে সেঁকে নেয়। এরপর, গরম জলে কিছুক্ষণ রেখে, চাঙ্গড় থেকে বাঁকানো ও লম্বা কাঠি বের করে এনে ছুলে নেওয়া হয়। পরে, কাঠিগুলোকে রং করে রোদে বা আগুনে সেঁকে নিতে হয়।কাঠিগুলোকে দড়ি এবং 'তাল বেত' দিয়ে শক্ত করে বুনে নিয়ে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী

তৈরি করে। যেকোনো পণ্যসামগ্রির দু'দিকে সাইকেলের টায়ারের ঠেক দিয়ে আরও মজবুত ও সুন্দর করা হয়। এবং, এভাবে বেশী লাভের জন্য, শহরে নিয়ে যাওয়া ছাড়াও তারা স্থানীয় হাট-বাজার এলাকায় ছোট আসবাবপত্র মোড়া, চেয়ার, কুলো, ঝুড়ি ইত্যাদি ফেরি করে।

মিঠু এবং তাঁর স্বামী উদয় বাদ্যকর জেএফএমসির সক্রিয় সদস্য। একসময়ে যখন তাদের অর্থ সমস্যার কারণে ব্যবসায় বিনিয়োগ কমে যাচ্ছিল, তখন জাইকা প্রকল্পের সহায়তায় জেএফএমসির ঋণ বিতরণ কর্মসূচীর কথা তারা জানতে পারে। মিঠু সময় মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে জেএফএমসির কাছে ঋণ নেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। ব্যবসা পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করে জেএফএমসি ৯৬০০ টাকার ঋণ অনুমোদন করে।

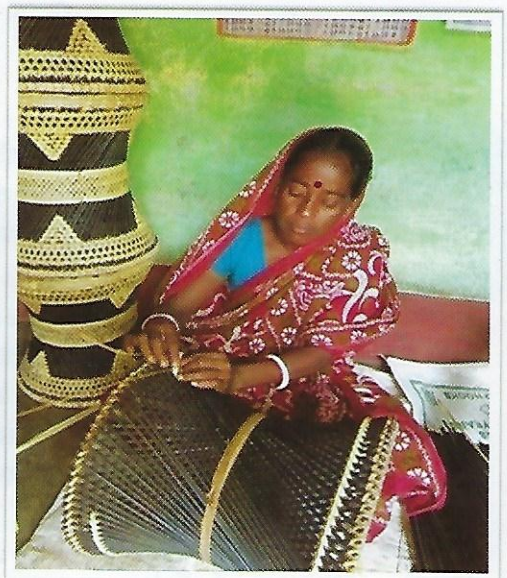

মোড়া তৈরি করছেন মিঠু বাদ্যকর

আগে মিঠু প্রায়ই চিরাচরিতভাবে স্থানীয় মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিত, যারা তাদের খারাপ সময়ের সুযোগ নিয়ে সুদের হার বাড়িয়ে ঋণ দিত। জেএফএমসির থেকে যে ঋণ সহায়তা তারা পেয়েছে, তা তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য অনেক প্রয়োজনীয়। এবং তাদের বর্তমান মাসিক আয় গড়ে ৬০০০ — ৭০০০ টাকা। ঋণের কিস্তি শোধ করার পরও তারা প্রায় মাসিক ৩৭৫২ টাকা তাদের লাভ থাকে। মিঠুর এক ছেলে ও দুই মেয়ে। এখন উপার্জন আগের থেকে ভালো বলে তাদের পারিবারিক জীবনধারায় গুণগত মানের পরিবর্তন হয়েছে। মিঠুর ছেলে মেয়েরা পড়াশুনোর জন্য ভালো ইস্কুলে যায়।এই পরিবার ভবিষ্যতে তাদের ব্যবসারপরিমাণ আরো বাড়াতে সফল হবে, এবং এইভাবে ঐতিহ্যবাহী পল্লীবাংলার কুটির শিল্পের প্রসারে কারুশিল্প ব্যবসায় আসতে যারা আগ্রহী তাদের কাছে উদাহরণ তৈরি করবে।

মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর স্টলে মিঠু বাদ্যকর

মিঠু তাঁর ধার নেওয়া টাকা ব্যবসায় ভালমতো খাটাচ্ছে এবং সে ৮৪৮ টাকার দু'টো কিস্তি সফলভাবেই মিটিয়ে দিতে পেরেছে। ঋণের সুবিধা পেতেই ব্যবসাকে সে ধীরে ধীরে বড় করছে। আগামীতে ব্যবসাকে সে চায় রাজ্যের বাইরে ছড়িয়ে দিতে। মিঠুর ইচ্ছে আরও বড় ঋণের জন্য সে আবেদন করবে।

ক্ষুদ্র শিল্পে এবং মহিলাদের ব্যবসায়িক উদ্যোগে জেএফএমসি এবং জাইকার পূর্ণমাত্রায় সহযোগিতা থাকায় এখন বড় স্বপ্ন দেখারআত্মবিশ্বাস তাদের আছে।

পবিত্র বেল থেকে তৈরি হচ্ছে রোজগার

নাম — চায়না সাহা

এস.এইচ.জি — ভুলো সাহাপাড়া, আনন্দধারা মহিলা দল
জেএফএমসি — হামিরহাটি, এফ এম ইউ — সোনামুখি
ডি এম ইউ — বাঁকুড়া উত্তর, জীবিকা - বেলমালা তৈরি

"কখনোই জানতাম না আগামীকালে আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করে আছে, কিন্তু মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে আমরা আত্মবিশ্বাসী ছিলাম, যদি আমাদের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় - আমরা চ্যালেঞ্জ নেব, পবিত্র বেলমালা গাঁথার জন্য আমাদের জীবনের গ্রন্থিগুলো গাঁথা অনেক সহজ হয়েছে। এখন আমি সন্তানদের জন্য ভালো ভবিষ্যৎ দেখতে পাই।

বেল বা বিল্বফল নানাভাবে পরিচিত। এর আরো নাম আছে — যেমন উড আপেল, ভারতীয় কুইন্স, পবিত্র ফল, সোনালি আপেল ইত্যাদি। শুদ্ধতার মর্যাদার কারণে বেল সবার কাছে পরিচিত। বেলকে পবিত্র মেনে হিন্দু ধর্মে পুজা অর্চনায় ব্যবহৃত হয়। ফলের বহিঃত্বক পাতলা কাষ্ঠল বিশেষ। ভারতীয় সংস্কৃতিতে কতিপয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বেলের খোল কেটে ছোট ছোট পুঁতির মতো বা নানান আকারের টুকরো গেঁথে পবিত্র মালা বা হার বানিয়ে পরার চল আছে। সারাবছর ধরে এই মালা হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। আমরা কজনই বা জানি যে এই মালাগুলো কিভাবে তৈরি হয় বা আরো বিভিন্ন পবিত্র বস্তুর মতো এই পবিত্র মালা তৈরি করতে কি পরিমাণ ধৈর্য আর অধ্যাবসায়ের প্রয়োজন?মহিলাদের ক্ষমতা এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বেলমালা তৈরির সূক্ষ্ম কাজেসঠিক আকারের পুঁতি বা টুকরো বানাতে ধৈর্য দরকার, যা শুধু মেয়েরাই পারে। বাঁকুড়া উত্তর সোনামুখি এফএমইউতে অনেক মহিলা এই ছোট ব্যবসার কাজে যুক্ত। সংসারের আরও নানান কাজের ভেতরে থেকে মহিলারা এই ব্যবসা চালায়, এবং চায়না সাহা তাদের মধ্যে একজন।এই পবিত্র বেলমালা তৈরি শুধুমাত্র তার কাছে কোন আনুষঙ্গিক ব্যবসা বা সাইড বিজনেস ছিল না, তার জীবনের ভাঙা টুকরোগুলোও জুড়ে নেবার শেষ প্রচেষ্টা ছিল।

বিয়ের পর থেকে চায়না ভুলো গ্রামে শ্বশুর বাড়িতে থাকে। তার বাবার বাড়ির এলাকায় ঘরে ঘরে বেলমালা তৈরির রেওয়াজ আছে।ছোটবেলা থেকে সে এই কাজ শিখে ও করে এসেছে, কিন্তু কখনো ভাবেনি এই কাজের দক্ষতা দিয়ে একদিন তার পরিবারকে বাঁচাতে পারবে। বিয়ের কয়েক বছর পর, চায়নার দিনমজুর স্বামী উত্তম খুব অসুস্থ হয়ে শয্যাগত হয়ে পড়ে। দরিদ্র সীমার নিচে থাকা পরিবারটি মাটির ঘরে বাস করে, তাদের অন্য কোন সম্পদ যেমন জমি বা ব্যাংকের সঞ্চয় কিছুই নেই। এসময় পুরো পরিবারের মুখে খাবার তুলে দেবার দায়িত্ব চায়না নিজের উপর তুলে নেয়। সে সাহসের সাথে ভাগ্য পরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে বিয়ের আগে শেখা বেলমালা তৈরির কাজ আবার শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঘরের যাবতীয় কাজ যত্ন নিয়ে সেরে, সে আবার বেলমালা তৈরির কাজে হাত দেয়, এভাবে সে কয়েক বছর একা একাই ব্যবসা চালিয়ে শ্বশুর বাড়িকে অর্থনৈতিক নির্ভরতা দেয়। পরিবারে রুজি-রুটির একমাত্র উপার্জনকারী হওয়ায় সংসারের সকল প্রয়োজন মেটানো তার কাছে বেশ কঠিন কাজ। কিন্তু এই কঠিন কাজকে সে হাসি মুখে

শুচু করে চলছে তাই নয়, ব্যবসায়িক সাফল্যের মুখও সে দেখেছে। দুই সন্তান নিয়ে সে বেশ খুশি। যখন খাওয়া জুটতো না তাঁর সন্তানরা ইস্কুলেও ঠিকমত যেত না। আজ তারা নিয়মিতইস্কুলে যায়।

চায়নার অধ্যাবসায় অবশেষে পুরস্কৃত হয়। বেলমালা থেকে তার আয় ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং তার উপর নির্ভরশীল পরিবারের সবাই ও সে নিজে এখন ভালভাবে বাঁচতে পারে।

চায়না আমাদের তার সংগ্রামের কথা শোনায়, "আমি এক অতি সাধারন গ্রামের মহিলা। ব্যবসার ধারনা খুব একটা ছিল না। তবু এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা যে বেলমালা তৈরির কাজ জানতাম এবং এই কাজের মধ্য দিয়ে আমি যে শুধু আমার পরিবারের দেখভাল করতে পারি তাই নয় আমি ঈশ্বরের সেবাও করি। স্থানীয় মজুতদারের থেকে কাঁচামাল সে কেনে। তারপর কয়েক ঘণ্টা কায়িক পরিশ্রমে সে বিভিন্ন আকারের পুঁতি বা টুকরো জুড়ে পবিত্র বেলমালা বানিয়ে কয়েকজনআড়তদারের কাছে নির্ধারিত দামে বিক্রি করে। বেলমালা তৈরি করা একঘেয়ে এবং একনাগাড়ে শ্রমসাধ্য কাজ। চায়না আমাদের সাথে কথা বলার মাঝেএকবারের জন্য না থেমে দু'হাতে অনবরত বেলমালা বুনে চলেছে। এমনই তার দক্ষতা। ব্যবসার একটা ধাপে এসে চায়না বুঝল যে কাঁচামালের দাম কমলে এক সঙ্গে অনেক পরিমাণ কিনে মজুত করতে পারলে বেশী লাভ হবে। তার কাছে কাঁচামাল মজুত করার মতো প্রয়োজনীয় টাকা ছিল না।

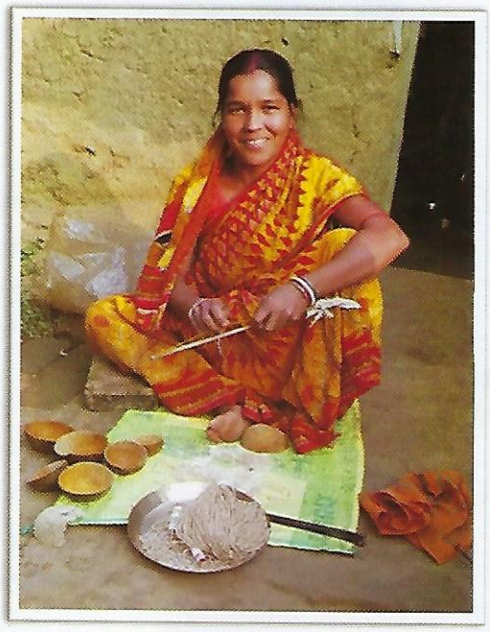

পবিত্র বেল থেকে তৈরি হচ্ছে বেলমালা গাঁথা

চায়নার স্বামী জেএফএমসির একজন সক্রিয় সদস্য। সে একদিন চায়নার জন্য সুখবর নিয়ে আসে। জেএফএমসির মিটিং-এ সে জাইকার সহায়তায় জেএফএমসির প্রকল্পের কথা জানতে পারে যেখান থেকে বাড়ির ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ পাওয়ার রাস্তা হতে পারে।

এই ঋণের বিষয়টা, চায়না তার এসএইচজিভুলো সাহাপাড়া আনন্দধারা মহিলা দলকে জানাল, এবং কিছু পরিমাণ ঋণ পাবার আগ্রহ প্রকাশ করল। প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করে এসএইচজিতার আবেদনপত্রটির অনুমোদন দেয় এবং জেএফএমসির কাছে পাঠিয়ে দেয়, আবেদন মঞ্জুর হলে ১০টি মাসিক কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে ৬০০০টাকা ঋণ সে পায়।

ঋণের টাকায় বিনিয়োগ হিসাবে সে বসার জন্য একটা টুল কেনে (যা তার কাজের জন্য খুব দরকার) এবং বাজারদর কম থাকলে কাঁচামাল কিনে মজুত করে নেয়। ঋণ পাবার পর চায়নার ব্যবসা প্রয়োজনীয় শক্তি পায় এবং সে এখন মাসে ৬০০০ টাকা লাভ করে (তার নিজের শ্রম নিয়ে)। প্রতি মাসে ৬১২ টাকা কিস্তি হিসাবে শোধ করে। সে এখন বেশ খুশি এবং ভালো বাজার থাকায় পরিবারের আয়ের একমাত্র উপায় পারিবারিক এই ব্যবসা ভালই চলছে।

চায়না এখন লাভের টাকা থেকে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে। আর কিছু টাকা সন্তানদের পড়াশুনার জন্য খরচ করে। চায়না তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পায়।

প্রতিমার চায়ের দোকান — ক্ষমতায়ণের বিবরণ

নাম — প্রতিমা লোহার

এস.এইচ.জি —মাচণ্ডীমাতা স্বনির্ভর দল
জেএফএমসি - ধাপানজুড়ি
এফ এম ইউ — রাধানগর
ডি এম ইউ —বাঁকুড়া (উত্তর)
জীবিকা - নিজস্ব চা স্টল

আত্মবিশ্বাসী প্রতিমা বলছে "গ্রামের মধ্যেই আমার পরিবার জীবিকার সন্ধান পেয়েছে এতে আমি খুব খুশি। যেকেউ আমার দোকানে এসে কাপের পর কাপ চা পেতে পারে।"

চা হল বাঙালিদের অত্যন্ত প্রিয় সুস্বাদু পানীয়- - চা পাতা,চিনি ও দুধ একসাথে ফুটিয়ে বিভিন্ন ফ্লেভারের চা তৈরি করা হয়। চা বিক্রেতারা আমাদের সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। চায়ের দোকানে সারা গ্রামের সবশ্রেনীর মানুষই ভিড় করে। সেখানে গ্রামের জাতপাতের বেড়া জাল বাধা হয়ে ওঠেনা। গরম চা ও আনুষঙ্গিক খাবার খেতেখেতেমানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক যোগাযোগের পরিসর বাড়তে থাকে। তাই, চা বিক্রি করা আমাদের সংস্কৃতিতে একটি প্রতিষ্ঠিত ছোট ব্যবসা।

এমনি এক চা বিক্রেতা হল প্রতিমা লোহার। সে দারুন চা বানায় এবং চা বিক্রি করে জীবিকা অর্জনের সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার স্বামী পল্টু লোহার তাকে ব্যবসা চালাতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা শুধুমাত্র কিছু বিশেষ ধরনের চা বানানোর মধ্যে নিজেদের বেঁধে রাখেনি,তারা কিন্তু তাদের প্রিয় গ্রাহকদের মুখরোচক কুড়মুড়ে খাবার পরিবেশনে যত্ন নিয়েছে। সুতরাং, তাদের মেনুতে বিভিন্ন রকমের মুখরোচক খাবার থাকে।

তবুও,শুরুতে, এই সাধারন চা স্টল থেকে প্রতিমা দম্পতি উপযুক্ত জীবনযাপন এবং তাদের সন্তানদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য যথেষ্ট উপার্জন করতে পারছিলনা। এই চা স্টলই তাদের আয়ের একমাত্র উৎস। তাদের নিজস্ব কোন চাষযোগ্য জমি নেই। গ্রামে কোন উৎসব বা সামাজিক সমাবেশ আয়োজিত হলে সেখানে তারা চায়ের স্টল দেয়।প্রতিমা তার সুস্বাদু চা এবং খাবার পরিবেশন করে আরো অনেক মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

এইদম্পতি জেএফএমসির সক্রিয় সদস্য। এখান থেকেই জাইকা প্রকল্পের সহায়তায় জেএফএমসিএর ঋণ বিতরণ কর্মসূচী সম্পর্কে তারা জানতে পেরেছিল এবং তাদের

এসএইচজি-মা চণ্ডীমাতা স্বনির্ভর দলকে বিষয়টি জানায়। এসএইচজি অনুমোদন দিলে, জেএফএমসির থেকে প্রতিমা ৫৫০০ টাকার ঋণের জন্য আবেদন করে। প্রস্তাব পর্যালোচনা শেষে জেএফএমসি ধাপানজুড়ি, তার চা স্টলের জন্য ঋণ পেতে সহায়তা করে। কিছু স্থায়ী সম্পদ যেমন বাসনপত্র ইত্যাদি কেনার জন্য ঋণেরটাকা বিনিয়োগ করে। ইতিমধ্যে তার মুনাফা থেকে একটা কিস্তিও পরিশোধ করেছে এবং ব্যবসা ভালো চলার দরুন প্রতি মাসে ৪০০০ টাকা লাভ হয় (প্রায়শই লাভ বেশি হয়)। এখন ব্যবসা বেশ বাধাহীনভাবেই চলছে। প্রতিমা তার দোকানে আরও বিনিয়োগ করতে চায় এবং তারা বাড়ি মেরামতের পরিকল্পনা করছে।

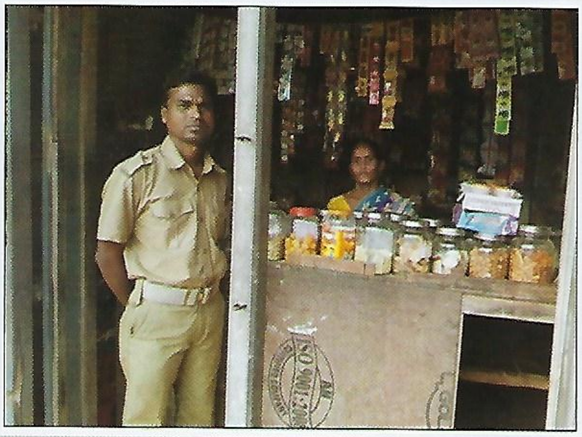
প্রতিমা লোহার চায়ের দোকান

প্রতিমা এবং তার স্বামী তাদের মিষ্টি স্বভাব ওব্যক্তিত্বের কারণে আরো বেশী গ্রাহককে দোকানে আনতে সক্ষম হয়েছে এবং এখন তাদের চা স্টলটিসামাজিক যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল, পাশাপাশি ধোঁয়াওঠা চা ওমুখরোচক খাবারের প্রাপ্তিস্থান।

এই চা স্টলের আরেকটি ইতিবাচক বিষয় হল, গ্রামবাসীদের অনুমতিতে জনসাধারণের জমিতে এই দম্পতি ব্যবসা করে আত্মনির্ভরশীল হয়েছে। কারন এদের দোকান করার মত জমিও ছিল না। এই দম্পতিকে সাহায্য করতে জেএফএমসি, এনজিও এবং অন্যান্য প্রকল্প সম্প্রসারক কর্মীদের সদর্থক সমর্থন গঠনমূলক ভুমিকা

পালন করেছে। আজ তীব্র দারিদ্র্য তাকে জয় করে প্রতিমা দম্পতি নতুন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। তাদের উচ্চাশা আজ বাধাহীন।

বাবুইদড়ি বেয়ে 'ভ্যালু চেনের' সিঁড়িতে আত্মবিশ্বাসী নমিতা

নাম — নমিতা হাঁসদা

এস.এইচ.জি — দেবস্তিগুন (মোনালিসা)
স্বনির্ভর দল
জেএফএমসি —মিথিয়াম
এফ এম ইউ — রানীবাঁধ
ডি এম ইউ — বাঁকুড়া (দক্ষিণ)
জীবিকা - বাবুই দড়ি তৈরি

"যদি আপনার স্বপ্ন দেখার সাহস থাকে তবে যে কোনো অর্থনৈতিক কাজ সাহসের সঙ্গে করুন - আমি কখনও ভাবিনি যে বাবুই দড়ি তৈরির থেকে ধীরে ধীরে আমাদের জীবনে পরিবর্তন আসতে পারে; এখন আমি জানি যে খুব সহজ একটি পদক্ষেপ থেকে জীবনের সকল বড় পরিবর্তন শুরু হয়।"— নমিতা

দড়ি পাকানো এমন এক পেশা যেখানে পরিবারের প্রত্যেকে দিনের কয়েক ঘণ্টা সময় ব্যয় করে দড়ি পাকানোর কাজ করতে হয়। দড়ি তৈরির কারিগরদের অধিকাংশই তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এই দক্ষতা অর্জন করে এবং বাজারে স্বল্পমূল্যের প্লাস্টিক বা পিভিসি দড়ির সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েও এই ব্যবসা তারা চালিয়ে নিয়ে যায়। ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মিথিয়ামের আদিবাসী সম্প্রদায় এখনো এই পেশাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।বর্তমানে, প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে ক্রেতাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সচেতনতার যুগে,তাদের ঐতিহ্যবাহী দড়ি তৈরীর পেশা নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে,

তবু, নমিতা হাঁসদার কিছুটা অন্যধরনের গল্প বলার আছে। ছোট একফালি জমিতে সামান্য কৃষি উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল খুব গরীব পরিবার থেকে নমিতা উঠে এসেছে। এক গরীব পরিবারে সে বিয়ে করে, তার স্বামী একজন দিনমজুর। তাদের দুই সন্তান রয়েছে- একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। বর্তমানে উভয়ে সরকারি বোর্ডিং-এ থেকে কলেজে পড়াশুনা করে এবং তাদের পড়াশুনোর খরচ মেটাতে নমিতার উপর একটি বড় দায়িত্ব রয়েছে। সংসারের সব দিক সামলানো যখন তাদের কাছে ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠেছিল তখন নমিতা উপার্জনের বিকল্প পথের খোঁজ শুরু করেছিল। 'প্রয়োজন সবচেয়ে বড় শিক্ষক' —যা নমিতার জন্য একেবারে সত্য।

পরিবারে অর্থনৈতিক দূরবস্থার কারণে সে বাড়ির বাইরে কাজ খুঁজতে বাধ্য হয় এবং তার সঙ্গীসাথীদের থেকে সাবাই বা বাবুই ঘাস পাকিয়ে 'বাবুই দড়ি' তৈরির কাজ শিখে

নেয়। সে দেবন্তিগুন স্বনির্ভর দলে যোগ দেয়, এই দলের কয়েকজন এবং মোনালিসা স্বনির্ভর দলের কয়েকজন মিলে মোট ন'জনমহিলা বাবুই দড়ি তৈরির একটি সাধারন দল গঠন করে। কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে বিক্রি করা পর্যন্ত কাজগুলো তারা ভাগ করে নেয়, এবং পুরো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একে অপরকে সাহায্য করে।যৌথভাবে এই ন'জন মহিলা এখন সুন্দর, মজবুত এবং উন্নতমানের দড়ি তৈরি করছে। এদের মধ্যে নমিতা আরো একধাপ এগিয়ে গেছে। সারা বছর ধরে কাঁচামালের অবিরাম সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সে তার ছোট কৃষি জমিতে বাবুই ঘাসের চারা রোপণ করে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এখনোসে বাবুই ঘাস মজুতকারী স্থানীয় গরীব মহিলাদের কাছ থেকে ঘাস কিনে নেয়। এভাবে, নমিতা পরোক্ষে গ্রামের অন্য মহিলাদের জীবনে কিছু উপার্জনের সুযোগ করে দিয়ে তাদের জীবনকে সহজ করে দিয়েছে।

বাবুইদড়ি 'ভ্যালু চেন' তৈরি করছেন নমিত হাঁসদা

নমিতা ও তার সাথীদের মতে, প্রতিটি ভাল জিনিষের সর্বদা উচ্চমানের চাহিদা থাকে, তেমনি এই দড়িগুলিরও বাজারে সবসময়ের জন্য ভালো চাহিদা আছে। প্রত্যেক মহিলা প্রতি মাসে ২০০০ — ৫০০০ টাকা লাভ করে। শুরুরদিকে বাজারের চাহিদা সম্পর্কে নমিতার ধারনা না থাকায় তার পণ্যসামগ্রী দিয়ে ভাল বাজার ধরতে সে ব্যর্থ হয়। ব্যবসাকে সহজে চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবও ছিল। কিন্তু, জেএফএমসির পাওয়া ঋণ তাকে এই বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে। সে প্রায় চার মাস আগে ৬০০০ টাকার একটা ঋণ নেয়। পুরো টাকাটাই সে ব্যবসায় ব্যবহার করেছে।প্রধানত বাবুই ঘাস মজুত করতে এবং দড়ি তৈরির জন্য কিছু সাধারন যন্ত্রপাতি কেনার জন্য সে বিনিয়োগ করে যা দড়ির গুণমান বাড়ানোর জন্য বেশ প্রয়োজন। এখন সে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী এবং এত পরিশ্রম ও সময় দিয়ে তৈরি পণ্যগুলির বর্তমান বাজার মূল্য তার এখন ভালোই জানা। বাবুই দড়ি নিয়ে আরো পরীক্ষা (বিভিন্ন ভ্যালু এডেড পণ্য, যেমন — ছোট ঝুড়ি, প্লেট, টুপি, খেলনা ইত্যাদি) করতে এবং বাজারে এর চাহিদার খোঁজখবর নেবার জন্য সে ও তার দলের অন্য সদস্যরা আগ্রহী। জেএফএমসির থেকে পাওয়া ঋণের জন্য মাসিক কিস্তি নমিতা নিয়মিত পরিশোধ করছে। তার পণ্যের এখন ভাল বাজার আছে। আগে থেকে ব্যবস্থা করে রাখা কিছু নির্দিষ্ট দোকানগুলোতে সে দড়ি বিক্রি করে। তার পণ্যের গুণমান বাড়াতে নতুন পদ্ধতি, ভাল কৌশল সে শিখতে চায়। প্রকৃতপক্ষেই নমিতা ও তার দলের সামনে রয়েছে ব্যবসাকে সমৃদ্ধ করার অসীম সম্ভাবনা, আর মনে আছে সাহস। - 'আমরা দারিদ্রকে নিশ্চয় হারিয়ে দেব', গর্বিত নমিতার আজ এটাই সঙ্কল্প।

বাঁশের কারুকাজে উন্নত জীবনের স্বপ্ন বুনছে কাজল

নাম — কাজল কালিন্দী

এস.এইচ.জি — রাউতরা ডোমপাড়া প্রগতিশীল স্বনির্ভর দল
জেএফএমসি —রাউতরা
এফ এম ইউ —ঝিলিমিলি
ডি এম ইউ — বাঁকুড়া (দক্ষিণ)
জীবিকা - বাঁশের কারুকাজ

"যদি আমি ছোট ব্যবসার সীমাকে অতিক্রম করে বড় স্বপ্ন দেখতে পারি, তবে প্রত্যেকে তাই করতে পারে। বাঁশের কারিগরিতে কিছু সহায়তা এবং প্রচুর পরিমাণে ধৈর্যের দরকার, আর যাইহোক এটি একটি শিল্প।" - কাজল

বিশ্বে সর্বাধিক বাঁশ উৎপাদক দেশগুলোর মধ্যে ভারত অন্যতম। এবং বাঁশের কারুশিল্প ভারতের শিল্পকুশলতার সুপরিচিত রূপ। পরিবেশবান্ধব এবং দক্ষ কারুকার্যের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। দ্রুত বেড়ে ওঠা উদ্ভিদের মধ্যে বাঁশ অন্যতম এবং তারা আমাদের সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনীতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। আসবাবপত্র, গৃহসজ্জা সামগ্রী এবং দৈনন্দিন ব্যবহারিক সামগ্রী তৈরি করতে ব্যাপকভাবে বাঁশব্যবহৃত হয়। বাঁশ প্লাস্টিকের একটি চমৎকার বিকল্প, এটিপরিবেশবান্ধব তাই পরিবেশ ও প্রকৃতির সংরক্ষনে এর ববহারে এক সহায়ক মাত্রা যুক্ত হয়। বাঁশের কারুশিল্প এখন ডোমপাড়া গ্রামে বিপুলসংখ্যক লোকের পূর্ণ-সময়ের পেশা।

কাজল কালিন্দী বাঁশের চাটাই, পাত্র (ধামা, কুলো ইত্যাদি), ঝাড়ু, গৃহসজ্জা সামগ্রী ইত্যাদি তৈরি করে জীবিকা অর্জন করে। সে খুব অল্প বয়স থেকেই এই কাজ করছে এবং তার আগের প্রজন্মও বছরের পর বছর একই কাজ করে আসছে। পুরুষানুক্রমে বাঁশের কারুকাজ নির্ভর তারা কয়েকটি পরিবার একটি পাড়ায় বসবাস করে।

কাজল বিবাহিত, দুই সন্তানের মা। দুই সন্তানই স্কুলে যায়। তার স্বামীও এই পারিবারিক ব্যবসাতে তাকে সাহায্য করে। সে বাচ্চাদের জন্য এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে এবং সে চায় তার সন্তানরা যেন সরকারি কর্মকর্তা হতে পারে। তার স্বপ্নপূরণের জন্য বাচ্চাদের পড়াশুনায় সাহায্য করতে অর্থের প্রয়োজন। কাজল ও তার স্বামী উভয়ে

জেএফএমসি সক্রিয় সদস্য এবং কাজল তার বাঁশের কারুশিল্পে আরো সমৃদ্ধি আনতে ৬০০০ টাকা ঋণের জন্যএস.এইচ.জির মাধ্যমে জেএফএমসির কাছে আবেদন করে। জাইকার সহায়তায় জেএফএমসি''র ঋণ বিতরণ প্রকল্প তার আবেদন অনুমোদন করেছে। ঋণের সব টাকা ব্যবসায় বিনিয়োগ করার ফলে উৎপাদন খরচ সামান্য কমিয়ে সে পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়েছে। জেএফএমসি তাদের দেওয়া এই ঋণের উপর সমস্ত পরিষেবা মূল্য প্রত্যাহার করেছে এবং ভ্যালু এডেড পণ্য সামগ্রী তৈরি ও তার আরও সুযোগ অন্বেষণের জন্যসাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে কাজল ও অন্যদের উৎসাহ দিচ্ছে। জেএফএমসি গ্রামে কাজল এবং অন্যান্যদের জন্য আরও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করার কথা বিবেচনা করেছে। কাজল এই বিষয়ে খুব আনন্দিত যেহেতু সে বুঝতে পারে যে সফলভাবে ব্যবসা চালানোর জন্য ভ্যালু চেনের সিঁড়িতে ওঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কাজল ও তার স্বামী মাসে প্রায় ১০০০০ টাকা আয় করে। কোন রকম সমস্যা ছাড়াই তাদের কিস্তি পরিশোধ হয়। তারা বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে এবং এই অভিজ্ঞতা থেকে তারা তাদের সুন্দর পণ্যগুলির ভ্যালু এডিশন বা মূল্য সংযোজন সম্পর্কে জানতে পারে। পণ্যের বাজার মূল্য সম্পর্কে এখন তারা আরো বেশী সচেতন। কাছের ছোট শহরে তারা পণ্যসামগ্রী বিক্রি করে এবং তাদের মতে ক্রেতার কোন অভাব নেই। বাচ্চাদের পড়াশুনোর জন্য কাজল নিয়মিত অর্থ সঞ্চয় করছে, সে তার সন্তানদের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এভাবে আদিবাসী উপজাতীয় কারিগরিতে কাজলের মতো দৃঢ় ইচ্ছা শক্তির মহিলারা যারা বড় স্বপ্ন দেখার সাহস রাখে তারা যে নিজেরা নিজেদের জন্য লাভজনক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে, কাজল তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

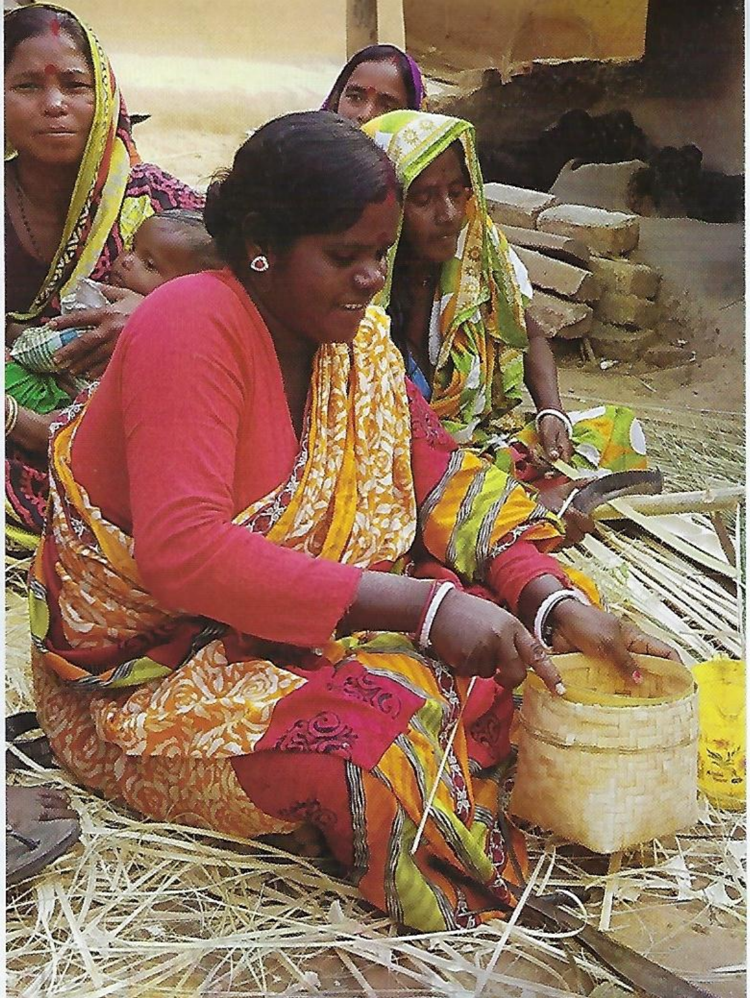

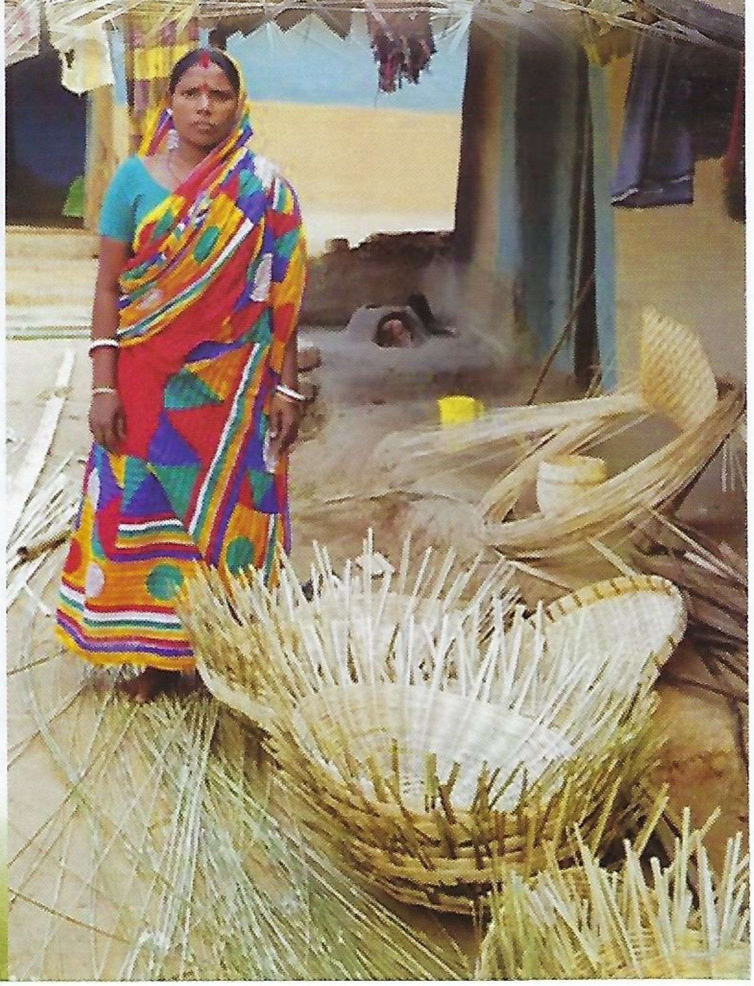

উপরে বাঁশের কারুকাজে উন্নত জীবনের স্বপ্ন বুনছে কাজল কালিন্দী

সুস্থায়ী জীবন-জীবিকার খোঁজে দলগত পথচলা

নাম — মিলি মাহাতো, ভবানী মাহাতো, হৈমমতি মাহাতো, খলনা মাহাতো

গ্রাম — নলবনা

এস.এইচ.জি —নলবনা নবচেতন স্বনির্ভর দল

জেএফএমসি —রমরমা ২

জীবিকা —সব্জি চাষ

ডি এম ইউ- ঝাড়গ্রাম

এফ এম ইউ - মানিকপাড়া

“একতাই আমাদের সমৃদ্ধি, বিভেদই পতন।”

ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশেনারী হলো গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড। বাস্তবিকভাবে, জমি, ঋণ, কৃষি প্রশিক্ষণ, তথ্য, উন্নত বীজ এবং সার ইত্যাদির সুবিধা পুরুষের তুলনায় নারীরা সামান্য পরিমাণে পায়।

মিলি মাহাতো, ভবানী মাহাতো, হৈমমতি মাহাতো, খলনা মাহাতো এই চারজন দৃঢ় উদ্যমী এবং কঠোর পরিশ্রমী গ্রাম্য মহিলা নিজেদের ও তাদের পরিবারে স্থায়ী উপার্জনের জন্য মরসুমি সব্জি যেমন শাক, শসা, বেগুন, ফুলকপি, গাজর, ঝিঙে ইত্যাদি চাষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। প্রথমে তারা ছোট আকারে চাষ শুরু করেছিল। পরে, তারা বেশ বড় চাষ করার মতো পারদর্শী হয় ও যত্ন সহকারে উৎপাদন বাড়ানোর মতো অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে। কিন্ত সেই সময়ে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে তারা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়।

এই চারজন মহিলা নিজে এবং তাদের স্বামীরা বা বাড়ির কোনো পুরুষ জেএফএমসি সক্রিয় সদস্য। স্বামীরা সবজি বিক্রির ব্যবসা করে। দলগতভাবে যে পরিমাণ সব্জি উৎপাদন হয় এলাকায় তার একটি চাহিদাসম্পন্ন স্থায়ী বাজার আছে। চারজন মহিলার মধ্যে দু'জন সরাসরি সব্জি বিক্রির কাজে যুক্ত। যখন তারা আরো ব্যবসা বাড়ানোর জন্য আরো অর্থের খোঁজ করছে, তখন ক্ষুদ্র বিনিয়োগে গ্রামীণ অর্থনীতিকে উৎসাহিত করতে জাইকার সহায়তায় জেএফএমসির স্বল্প ঋণবিতরণ প্রকল্পের কথা তারা জানতে পারে। তাদের এসএইচজি নলবনা নবচেতন আগ্রহী হয়ে জেএফএমসির অধীনে নাম নিবন্ধ করে এবং তাদের হয়ে ঋণের জন্য আবেদন করে।

ক্রমে তাদের প্রত্যেকে ১০০০০ টাকার ঋণ পায়, এবং তারা সেই টাকা ব্যবসা বাড়িয়ে নিতে বিনিয়োগ করে। তাদের একজনের ভ্যানরিক্সা আছে, সে খুব ভোরে মাঠের তাজা ও সতেজ ফসল খুব দ্রুত ও কম খরচে বাজারে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

বাজারে সবসময় টাটকা সব্জির ভালো চাহিদা থাকে, তার উপর, পরিবহণ খাতে খরচ কম হওয়ায় তারা সব্জির দাম কম রাখতে পারে। এতে তারা বেশী ক্রেতা পায়। এরফলে, তারা বেশী পরিমাণে নানারকম সব্জির উৎপাদন শুরু করে। এখন তাদের ফসল বিক্রির জন্য বাজারে বড় স্থায়ী জায়গা আছে।

এখানে তাদের স্বামীদের ভূমিকা উল্লেখ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই চার মহিলাদের বাড়ির পুরুষেরা ক্ষেত থেকে স্থানীয় এলাকা ও বাজারে সব্জি বিক্রির জন্য মহিলাদের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কাজেই ঘরের কাজ সামলেও তারা চাষের কাজ দ্বিগুন করেছেন।কম ক্ষতি ও উন্নত ফলনের জন্য এখন তারা গুণগতভাবে সেরা মানের সার ব্যবহার করেন।

তাদের ফসল গুণগত ও উৎপাদনগতভাবে ভাল হওয়ার কারণে, মহিলারা বেশ ভাল লাভ করতে পারছেন এবং তাদের লভ্যাংশ থেকে ইতিমধ্যে তিনটি কিস্তি শোধ করেছেন। সাফল্য মহিলাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে এবং আরও বড় ক্ষেত লিজে নেবার জন্য আরও বেশী পরিমাণ ঋণের আবেদন করতে তারা আগ্রহী।

"একতাই আমাদের সমৃদ্ধি, বিভেদ থাকলে তা পতন" — এই বাক্যটি মহিলাদের বিশ্বাস এবং প্রতি পদক্ষেপে একে অপরকে তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। কৃষিক্ষেত্রে তারা এখন বেশ সফল ও আত্মবিশ্বাসী।

ঘাম ঝরানো মিঠাই — রিতার উত্তরণের পথ

নাম — রিতা মালিক

এস.এইচ.জি —সাইনাড়া উপর পাড়াস্বনির্ভরদল

জেএফএমসি - নেপুরা কুয়ারখাল

এফএমইউ — আড়াবাড়ি

জীবিকা - দুধের ব্যবসা

ডি এম ইউ- মেদিনীপুর

"গ্রামের সাধারণ দরিদ্র পরিবারের মহিলা হয়ে ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া সহজ নয়, তবে আমাদের অবশ্যই অসীমকে স্পর্শ করার জন্য সাহস ও উদ্যম থাকতে হবে।"

জীবিকা হিসাবে দুগ্ধ উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াকরণের কাজ মহিলারাই দায়িত্ব নিয়ে পালন করেছে। স্থানীয় এলাকায় মিষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ছানার উৎপাদন মহিলাদের দ্বারাই হয়। এভাবে একদিন রিতা মালিক উপার্জনের জন্য দুধের ব্যবসার কথা ভাবলো। সে একটি অতি সাধারন পরিবার থেকে এসেছে যাদের সাংসারিক সকল প্রয়োজন মেটাতে খুব কষ্ট করে উপার্জন করতে হয়। সে দৃঢ়চেতা মহিলা, প্রতিকূল অবস্থায় গুটিয়ে না থেকে, সে এক লড়াই শুরু করেছিল। স্বল্প পুঁজি জোগাড় করে শুরু হল তার ছানা তৈরির নিজস্ব ব্যবসা। গ্রামের সাধারন দরিদ্র পরিবারের মহিলা হয়ে এমন ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া কখনো সহজ নয়, কিন্তু রিতা পেরেছিল। সে নিজে নিজেই এমন সফল ব্যবসা চালায়, এবং কাজকে উপভোগ করে।

রিতার এখন ছানা উৎপাদনের ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে। স্থানীয় বাজার এলাকায় মিষ্টি দোকান তার জন্য বাঁধাবাজার। সাধারণত,৪ লিটার দুধ থেকে, ১ কেজি ছানা উৎপাদন সম্ভব। দুধ ও ছানা রাখার জন্য বড় আকারের বাসনপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী কিনে সে তার ব্যবসা আরো বাড়ানোর কথা ভাবছে।

তার কথায়, ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। রিতা জেএফএমসির একজন সক্রিয় সদস্য। সেজন্য জাইকা প্রকল্পের সহায়তায় জেএফএমসির ঋণ বিতরণকর্মসূচীর খবর শুনে সে খুব উৎসাহিত হয়। সে আশাবাদী। রিতা ঋণ পাবার নিয়মকানুনের কথা তার এস.এইচ.জি —সাইনাড়া উপরপাড়া স্বনির্ভর দলের কাছে জানতে চাইলে, দল তাকে ঋণ পেতে

সাহায্য করে। তাকে ৬২৫০ টাকার ঋণ দেওয়া হয়, যা ১০টি কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে।

রিতা ঋণের পরিমাণ তিনটি ভাগে ভাগ করে বিনিয়োগের পরিকল্পনা নেয়। সে ২০০০ টাকার প্রয়োজনীয় বাসন ও সামগ্রী কিনেছে, বাকী টাকা কাঁচা মাল কিনতে খরচ করেছে এবং প্রতি মাসে তাঁর ১৪০০০ টাকা লাভ হচ্ছে।

লাভের টাকায় রীতা তাঁর পরিবারের জীবন মানকে আগের থেকে উন্নত করেছে, শুরু করেছে নিজস্ব সঞ্চয় যারা নিজেদের পুরুষের চেয়ে কম যোগ্য বলে মনে করে এমন অনেক মহিলাদের সামনে রিতা নিজেকে এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ হিসাবে স্থাপন করেছে। সে প্রমাণ করেছে যে জীবনে কিছু করার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও মনে সাহস থাকলে সমাজে নিজের জন্য সম্মানজনক অবস্থান অর্জন করা সম্ভব —আজ তাঁর স্বনির্ভর দলে সে এক উদাহরন। তাঁর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্য মেয়েরাও এগিয়ে এসেছে স্বাধীন ব্যবসা করার জন্য, যাতে তারা প্রত্যেকে তাদের পরিবারকে একটি নিরাপদ ভবিষ্যৎ উপহার দিতে পারে।

ছানা তৈরি করছেন রিতা মালিক

মিনতি — একজন সফল উদ্যোগী ব্যবসায়ী

"ফুচকা" — এমন এক শব্দ যা মিনতির জীবন চিরকালের জন্য বদলে দিয়েছে

নাম — মিনতি মালিক

এস.এইচ.জি —সাইনাড়া উপরপাড়া স্বনির্ভরদল

জেএফএমসি - নেপুরা কুয়ারখাল

এফ এম ইউ — আড়াবাড়ি

ডি এম ইউ — মেদিনীপুর

"ফুচকা বিক্রি করাই আমার জীবনের সেরা সিদ্ধান্ত। এই ব্যবসার থেকে আমি অর্থ আর সম্মান দুই পাই। কৃষি শ্রমিক হিসেবে আগে আমি কিছুই পেতাম না।"

মিনতির ফুচকা স্টল 'ইউটিলিটেরিয়ান বা উপযোগিতা'শব্দকেঅজেয় করে তুলেছে। তার স্টল 'ঘুগনি' ও ডিম সিদ্ধর উপস্থিতিতে আরও ঝকমক করে। তার এই সামান্য দোকানটি সবাইকে এক পংক্তিতেএনেছে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এক সারিতে দাঁড়িয়ে এই মুখরোচক খাবারে তৃপ্তির আলতো কামড় দেয়। স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিশেষ যত্নে সে ঘরে (এখন এটাই তার কারখানা) ফুচকা তৈরি করে।

মিনতি বিবাহিতা ও স্বামীর সঙ্গে থাকে। তার নিজের মেয়ে এবং সৎকন্যাদের বিয়ে হয়ে গেছে। ছ'কাঠা মতো তার নিজস্ব জমি আছে। একসময় দারিদ্রতার সঙ্গে বাস করতো এবং কৃষি শ্রমিক হিসাবে জীবনের অনেক কঠিন লড়াই সে লড়েছে। অর্থনৈতিক সংকট তাদের মৃত্যুর কিনারায় দাঁড় করিয়েছিল যেখানথেকে ঘুরে দাঁড়ানো প্রায় অসম্ভব ছিল। মিনতি হেরে যেতে প্রস্তুত ছিল না। এই সময় সে ও তার স্বামী জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির (জেএফএমসি) সদস্য পদ গ্রহণ করে। এক বয়স্ক মহিলার কাছ থেকে কোনভাবে পুরানো একটা ফুচকার ঠেলা কিনে সে তার স্বামীর পাশে দাঁড়িয়েছিল। এটা পাঁচ থেকে ছয় বছর আগেকার ঘটনা, তারপর থেকেতাকেআরপিছনেফিরেতাকাতেহয়নি।এই দম্পতি জেএফএমসির সক্রিয় সদস্য।সেজন্য জাইকারসহায়তায় জেএফএমসির ঋণ বিতরণ প্রকল্পের কথা তারা জানে ও ব্যবসা বাড়াতে ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। । মিনতি সাইনাড়া উপরপাড়া স্বনির্ভর দলের সদস্যা হিসাবে জাইকা প্রকল্পেঋণের জন্য তার নাম নথিভুক্ত করে। তার একটি স্থায়ী ব্যবসা থাকায়, শেষ পর্যন্ত ঋণের জন্য মিনতির আবেদন মনোনীত হয়। মিনতির নতুন স্বপ্ন দেখা শুরু হয়।

মিনতি চূড়ান্ত পরিশ্রম ও সততার সঙ্গে ব্যবসা চালাচ্ছে। সে মোট ঋণ ৬২৫০ টাকার জন্য কিস্তিগুলো নিয়মিত পরিশোধ করে। এখন শুধুমাত্র এক মাসের কিস্তি পরিশোধ করতে বাকি আছে। এছাড়াও সে তার মূলধন ৩০০০ টাকা বাড়িয়ে নিতে পেরেছে। সে আগামী দু'মাসের মধ্যে দ্বিতীয় ঋণের জন্য আবেদন করতে চলেছে। এলাকায় ফুচকাওলা হিসাবে বিশেষ খ্যাতি থাকায়, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অফিস থেকে (জেলা স্তরে ব্যবসায় উদ্যোগী মহিলাদের জন্য আয়োজিত জীবনজীবিকা প্রশিক্ষণ শিবির) ফুচকা তৈরির প্রশিক্ষণ দেবার জন্য সে আমন্ত্রণ পায়। এভাবে মিনতি আরও বেশি মহিলাদের নিজস্ব ব্যবসা শুরু করতে উৎসাহিত করে, এক ক্ষমতায়নের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সে তার জামাইকে এমনই এক ফুচকা স্টল উপহার দিয়েছে।

ফুচকা তৈরির কাজে ব্যস্ত মিনতি মালিক

মিনতি একজন খুব ভাল ব্যবসায়ী —সে ফুচকা স্টলের পাশে আরও নানারকম ছোট ব্যবসা জুড়ে নিয়েছে। যেমন, বিনিময়ের প্রথার মাধ্যমে ফুচকা খেতে ব্যবহৃত শাল পাতাগুলি সে পায়। তার স্টল সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব। ঋণের টাকায় স্টলের জন্য নতুন বাসনপত্রকিনেছে। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান —যেমন বিয়ে ও অন্যান্য পারিবারিক উৎসবে স্টল দেওয়া তার কাছে এখন সাধারন ব্যাপার। এভাবে সে অতিরিক্তভাবে আরও ২০০০ — ৩০০০ টাকা আয় করে। যাইহোক, এখনও পণ্যের গুণগত মান বাড়ানো ও সংযোজনের (ভ্যালু এডিশন) কিছু প্রশিক্ষণ তার নেবার দরকার।

মিনতির কথায়, 'ফুচকা বিক্রি করাই আমার জীবনের সেরা সিদ্ধান্ত। ব্যবসার থেকে আমি অর্থ আর সম্মান দুই পাই। কৃষি শ্রমিক হিসেবে আগে আমি কিছুই পেতাম না। আগে খুব লাজুক ছিলাম, ব্যবসা আমাকে আত্মবিশ্বাসী করেছে — এখন পরিবারে সব কিছুতে আমিই সিদ্ধান্ত নিই। এখন আমার মতামতের গুরুত্ব থাকে। স্টলের উপরে একটি ছাদ মতো বানিয়ে স্টলটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে চাই। এরপর এখানে চাউমিন বিক্রি করতে চাই। আমি চাই এভাবে আরও মহিলারা সাহসের সাথে এগিয়ে এসে দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করুক এবং সমাজে সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকুক।"

ফুচকার দোকানে মিনতি মালিক

মিনতি মালিক একজন দৃঢ়চেতা মহিলা। সে নিজের ব্যবসার লক্ষ্য স্থির করতে পারে - যা যেকোন ব্যবসাকে বড় করার জন্য এক মহৎ গুণ। মিনতির স্বপ্ন আজ অনেকটাই সার্থক।

চন্দনা-সুপারির পাতা থেকে পরিবেশ বান্ধব থালা বাটি তৈরি

নামঃ চন্দনা বিশ্বাস সাহা
স্বনির্ভর দল ঃ সাকরিয়া স্বনির্ভর দল
বন সুরক্ষা কমিটি (জে এফ এম সি) উত্তর মাদারিহাট
জলদাপাড়া ওয়াইল্ড লাইফ ডি এম ইউ
জলদাপাড়া (উত্তর) এফ এম ইউ

সুপারি পাতার থালা বাসনের বাজার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরেও আছে, চন্দনা স্বপ্ন দেখে যে, একদিন তারাও সেই বাজারে তাদের পন্য রপ্তানি করবে।

সুপারির পাতা থেকে বানানো থালা, বাটি, কাপ প্লাস্টিকের জন্য হওয়া পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে এক অভিনব পদক্ষেপ। এগুলি জৈব বর্জ্যের মধ্যে পরে এবং পরিবেশের কোন ক্ষতি করে না। এই থালা বাটি গুলি দেখতে সুন্দর, কোনরকম গন্ধবিহীন, হালকা ও মজবুত। যে কোন অনুষ্ঠান বাড়িতে খাবার পরিবেশনে ব্যবহারের জন্য আদর্শ। এই থালা বাটি বানানো হয় অত্যন্ত সহজ পদ্ধতিতে কোন ক্ষতিকারক রসায়ন ব্যবহার না করেই।

সুপারির পাতার ব্যবহার্য অংশগুলি বা শাঁসকে ১৫ মিনিট জলে ভেজানো হয়। এর পর ৩০ মিনিট মত ছায়ার আওতায় রেখে শুকানো হয়। এই কাঁচামাল দিয়ে বানানো হয় থালা বাটি।

সুপারি পাতার তৈরি থালা বাটির নানান উপযোগিতার কথা মাথায় রেখে প্রায় দু বছর আগে ব্লক অফিস থেকে এর উপর এক প্রশিক্ষনের আয়োজন করা হয়। চন্দনা ও তাঁর দলের অন্যান্য সদস্যারাও সেই প্রশিক্ষন নেন। এরপরে তারা উদ্যোগী হন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সুপারি পাতার থালা বানানো শুরু করতে। তাদের সেই যাত্রা ছিল দারিদ্রতা থেকে উত্তরণের যাত্রা। ক্রমশ ব্যবসা বাড়ার সাথে সাথে তাদের মনে হয় রসদের মজুত ঠিক মত করতে পারলে, তাড়াতাড়ি তারা আরো উৎপাদন করে লাভ করতে পারবেন। এর জন্য দরকার ছিল কিছু মুলধন।

এ হেন সময়ে চন্দনা ও তাদের দলের অন্যরা উত্তর মাদারিহাট বনসুরক্ষা কমিটির জাইকা প্রকল্পে দেয় ঋনের কথা শোনেন। ওনাদের বাড়ির পুরুষরা এই কমিটির নিয়মিত সদস্য এবং ওনারাও এই কমিটির সদস্যা। এরপরে সাকারিয়া স্বনির্ভর দল, বনসুরক্ষা কমিটির কাছে ঋণের জন্য দরখাস্ত করে। যথাসময়ে তারা ১০ হাজার টাকার একটি ঋণ পায়। এই টাকা তারা পরিকল্পিত ভাবেই খরচ করে ও ব্যবসা বাড়ায়। লাভের টাকা থেকে যথাসময়ে ঋণ পরিশোধও করে যাচ্ছে চন্দনা।

এই দলের বিশেষত্ব এদের পন্য বিক্রীর পরিকল্পনা। মোট উৎপাদনের ২০ শতাংশ এরা সরাসরি বিক্রী করে বাইরে থেকে যে সমস্ত মানুষ তাদের অঞ্চলে বেড়াতে বা পিকনিক

করতে আসে, তাদের কাছে। এটা বিশেষ ভাবে ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত মাসগুলিতে তাদের এক নিশ্চিত বাজার দেয়। বাকী ৮০ শতাংশ তারা পাইকারের কাছে বেচে দেন। এই ৮০-২০ ভাগ করে তারা তাদের মুনাফা অনেকটাই বাড়াতে পেরেছেন। একদিকে বিশেষ মাসে বেশি আয় আর অন্যদিকে বারোমাস বাঁধা রোজগার।

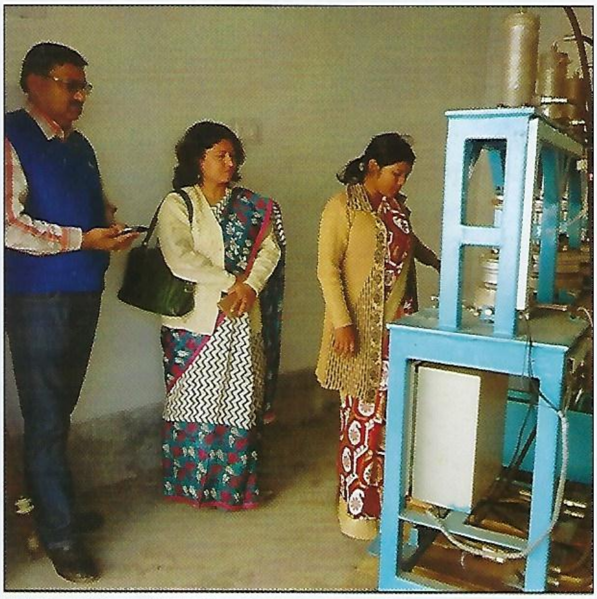

মেশিনের সাহায্যে সুপারির পাতা থেকে থালা তৈরির এক মুহূর্ত

চন্দনা ও তাঁর দল শুধু বনসুরক্ষা কমিটির সাহায্য নিয়েই থেমে থাকেনি, অন্য সরকারি দপ্তরে যোগাযোগ করে তারা অনুদান হিসেবে ডাইস মেশিন পায়, যা তাদের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তাদের দলকে দেওয়া হয়েছে। দলটি একটি দোকান ঘরও ভাড়া নিয়েছে কৃষি মণ্ডিতে, সেটাও কর্ম তীর্থ নামে সরকারি প্রকল্পের অধীনে। এখন তাদের ব্যবসা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে স্থানীয় কাঁচামালে আর সব উৎপাদন করা যাচ্ছে না, তাই পাশের ব্লক থেকেও তারা কাঁচামাল নিয়ে আসছে। তাদের তৈরি থালা বাটির ভালো চাহিদা থাকায় ক্রমশ তাদের মুনাফা বাড়ছে এবং এই দলটি অচিরেই ব্যবসা আরো বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। এই ব্যবসার উপার্জন তাদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করেছে, তাদের পরিবারকে আর্থিক ভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

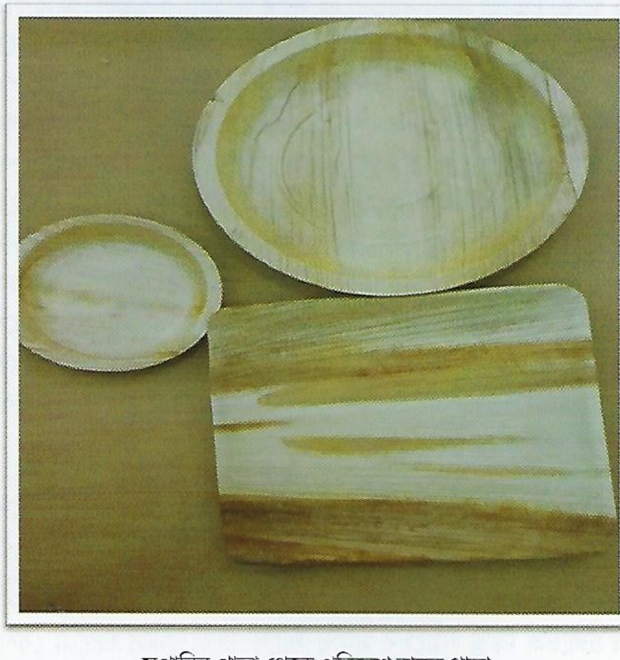

সুপারির পাতা থেকে পরিবেশ বান্ধব থালা

চন্দনা ও তাঁর দলের উন্নয়ন যাত্রা অব্যহত আছে। তাদের এই উন্নয়নের পথে স্থানীয় বনদপ্তর সার্বিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষত আরো ভালো বাজার এবং উৎপাদনে নতুন মাত্রা যোগ করার জন্য তারা নান জায়গায় যোগাযোগ করে চলেছে, জেলা স্তরের প্রশাসনের কাছ থেকে সাহায্যের আশ্বাসও এই দল পেয়েছে।

সাকারিয়া স্বনির্ভর দলের স্বপ্ন একদিন তাদের জেলা প্লাস্টিক মুক্ত জেলা বলে ঘোষিত হবে। এতে পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি তারা ও তাদের মত অন্য দলেরা জীবিকার এক নতুন দিগন্ত দেখতে পাবে। সুপারি পাতার থালা বাসনের বাজার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরেও আছে, চন্দনা স্বপ্ন দেখে যে, একদিন তারাও সেই বাজারে তাদের পন্য রপ্তানি করবে।

একঝলকে - বিভিন্ন সফল রোজগার সৃষ্টিকারী কাজ

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগ	সাফল্যের কাহিনী
১	বিভাগ-ঝাড়গ্রাম জে এফ এম সি- মানিকপাড়া স্বনির্ভর দল- জয়জয়ান্তী উপভোক্তা- ভারতী মাহাত	**পোলট্রি ব্যবসা ভাল জীবিকা হিসাবে এগিয়ে থাকে** ভারতী সাফল্যের সঙ্গে পোলট্রি ব্যবসা চালায় এবং ২০১৭ সালে জেএফএমসির থেকে ১০০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসাকে আরও বাড়িয়ে নিয়েছে।নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করে এবং ব্যবসা থেকে তার মুনাফা বেড়েছে। পরিবারের জীবনযাপনের মান উন্নত করতে সে বিশেষ অবদান রাখে এবং লাভের কিছু অংশ পুনরায় ব্যবসায় বিনিয়োগ করে। তার অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পাশাপাশি নিজের পরিবারের মধ্যে এবং গ্রামসমাজে তার সামাজিক স্বীকৃতি বেড়েছে। সে এসএইচজি এবং জেএফএমসির সক্রিয় সদস্য। যারা আত্মবিশ্বাসী ও স্বাধীন হবার স্বপ্নকে অনুসরণ করতে চায় এমন স্থানীয় মেয়েদের সে অনুপ্রাণিত করে।
২	বিভাগ-পাঞ্চেত জে এফ এম সি-ডোমাকোণ্ডা স্বনির্ভর দল- কৃষ্ণপুর সর্বপল্লী স্বনির্ভর দল উপভোক্তা- পূর্ণিমা শিকারী	**দিনমজুর থেকে এক দোকানদার পূর্ণিমার সফল পথচলা** পূর্ণিমা শিকারী ও তার স্বামী দেবদাস শিকারী দিনমজুর ছিল তাতে তাদের মাসিক ২০০০ — ২৬০০ টাকার স্বল্প আয়ে দুই বিদ্যালয়গামী সন্তানের যত্ন নিতে হতো। তারা চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করছিল। জাইকার অনুমোদিত প্রকল্পের অধীনে জেএফএমসির থেকে ৪৭৩৪ টাকা ঋণ নিয়ে তারা চায়ের দোকান শুরু করে। ১০০০ টাকা দিয়ে দোকানেরজন্য মালপত্র কেনে। শুধু চা, বিস্কুট এবং কেক বিক্রি না করে পূর্ণিমার রান্নার গুণের কারণে মেনুতে তেলেভাজা রাখার সিদ্ধান্ত সে নিয়েছে। এছাড়া শ্যাম্পু, সাবান, টুথপেস্ট ও বিভিন্ন রকমের দ্রব্যাদি বিক্রির জন্য সে দোকানে রাখে। পূর্ণিমার দোকান এখন বেশ ভালভাবে চলছে। সে তার চা দোকান চালানোর মাধ্যমে নিয়মিত আয় করে এবং ঋণের কিস্তি হিসাবে মাসিক ৮০৪ টাকা নিয়মিত পরিশোধ করছে। পূর্ণিমা এখন তার পরিবারের মুখে ভালমতো খাবার তুলে দিতে পারে, সন্তানরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায়। সে ও তার স্বামী এখন আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পেরে বড় স্বপ্ন দেখে এবং স্বপ্নকে অনুসরণ করতে পারে।
৩	বিভাগ-ঝাড়গ্রাম জে এফ এম সি- চাকুয়া স্বনির্ভর দল- মা লক্ষ্মী স্বনির্ভর দল উপভোক্তা- সুমিতা মাহাত	**পারিবারিক ব্যবসাকে পুনরুজ্জীবিত করে সুমিতা তার পরিবারের মুখে খাবার তুলে দিয়েছে** সুমিতা মাহাত ও তার স্বামী মধুসুদন মাহাত মুদি দোকানদার। ব্যবসা ভালভাবে চলছিল কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তারা বুঝল আরো বেশী ক্রেতা টানতে দোকানে কাঁচামালের মজুত বাড়ানোর প্রয়োজন যে জন্য

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগ	সাফল্যের কাহিনী
		আরো মূলধন দরকার। ব্যবসা চালানোর জন্য ঋণ চেয়ে সুমিতা তার স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে জেএফএমসির সাথে যোগাযোগ করে ও জাইকার প্রকল্পের থেকে সে ১০০০০ টাকার ঋণ পায়। পোকামাকড় ও ইঁদুরের উপদ্রপ থেকে জিনিষপত্র রক্ষা করার জন্য ঋণের কিছু টাকা থেকে নানা উপকরণ ও কৌটা কেনে। স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী তারা তাদের দোকানে বেশ কয়েকটি নতুন জিনিষপত্র রাখতে শুরু করে। তাদের তালিকায় তেল, ডাল, লবণ, আলু, মশলা, ডিম, প্যাকেটজাত খাবার, চাল, স্টেশনারি, নানা প্রসাধনী ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। গড়ে তাদের মাসিক আয় ৮৯৫২ টাকা, যার মধ্যে তারা ঋণের মাসিক কিস্তি হিসাবে ১০১৭ টাকা পরিশোধ করে। তাদের মাসিক মোট মুনাফা ৭৯৩৫ টাকা। এখন তাদের বৃহত্তর স্থায়ী গ্রাহক ভিত্তি রয়েছে। দোকানটিতে বিভিন্ন রকমের সামগ্রী ছাড়াও সুমিতার উজ্জ্বল উপস্থিতি, গ্রাহকদের সাথে অমায়িক ব্যবহার তার সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। দোকানের বর্ধিত আয় থেকে সে তার সন্তানদের উন্নত মানের শিক্ষা (হোম টিউটর) ওনতুন জামাকাপড় দিতে সমর্থ হয়েছে এবং তারা নিয়মিত স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে পারছে। জেএফএমসি, এসএইচজি, এনজিও এবং বিভিন্ন সম্প্রসার কর্মীর সহায়তায় ব্যবসা প্রসারিত করা এবং আরও উন্নত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে।
৪	বিভাগ-জলদাপাড়া ওয়াইল্ড লাইফ জে এফ এম সি- চাঁপাগুড়ি স্বনির্ভর দল- হাজরা উপভোক্তা- পল্লবী কারজি	**ঝাড়ু তৈরি করে গরীবী তাড়িয়েছে পল্লবী** পল্লবীর স্বনির্ভর দল হাজরা, মাদারহাট রেঞ্জের চাঁপাগুড়ি জেএফএমসি এলাকায় কাজ করছে। ১০ সদস্যের এই স্বনির্ভর দল। তারা ২০০২ সাল থেকে নারকেল পাতা এবং আমলিসো ঘাস (ফুলঝাড়ু) থেকেদু'ধরনের ঝাড়ু তৈরি করার কাজে যুক্ত। দলের সদস্যারা এক সাধারন জায়গায় একসাথে ঝাড়ুগুলি তৈরি করে এবং আড়ৎদারদের কাছে বিক্রি করে। পল্লবী এই স্বনির্ভর দলের দশজনের মধ্যে একজন, যে বনসুরক্ষা কমিটির জাইকা প্রকল্পের সহযোগিতায় ৬২৫০ টাকা ঋণ পেয়েছে। বর্তমান ব্যবসার গুণমান বাড়িয়ে তোলাই তার প্রধান লক্ষ্য। পল্লবী কারজি এই দলের একজন সক্রিয় সদস্য, সে আরও বলে যে তাদের কাজের সময় বাড়িয়ে আরো ঝাড়ু তৈরির জন্য, সে এবং তার দলের সদস্যারা গ্রামে বাচ্চাদের এবং পরিবারের কাজে সাহায্যের জন্য আয়া নিয়োগ করেছে, যা স্বল্পসংখ্যক হলেও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির একটি আকর্ষণীয় দিক। তারা এই স্বনির্ভর দলের থেকে গরুবাথান (শিলিগুড়ি) থেকে ঝাড়ু তৈরির কাঁচা মাল নারকেল পাতা ৪০ টাকা/কেজি এবং আমলিসো ঘাস ৫০ টাকা/কেজি দরে কেনে এবং গ্রামে যৌথভাবে আড়ৎদারের কাছে তাদের পণ্য বিক্রি করে। এই

উত্তরণ দিন বদলের কাহিনী

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগ	সাফল্যের কাহিনী
		দলটি দৈনিক গড়ে ২৬২৫ টাকা অর্থাৎ প্রায় ৫২৫ টাকা/সদস্য/ দিন তারা আয় করে। পল্লবী বলে যে যদি তারা সরাসরি বাজারে প্রবেশ করতে পারে, তাহলে তারা আরও বেশী লাভ করতে পারবে। কিন্তু আপাতত, তারা চিরাচরিতভাবে বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাদের পণ্যবিক্রি করে যাচ্ছে। ঝাড়ু তৈরীর কাজের আর একটি সুবিধা আছে। এই ঘাসগুলো যেকোন জমিতে বেড়ে উঠতে পারায় ক্ষয়িষ্ণু ঝুম চাষের জমি উর্বরা হয়ে উঠছে। প্রকৃতপক্ষে, উদ্ভিদ দ্বারা উৎপাদিত বায়োমাস মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। এছাড়া, আয়ের বিকল্প উৎসের সাথে সাথে জঙ্গলের উপর গ্রামবাসীদের নির্ভরশীলতা ব্যাপকভাবে কমেছে। তাই পল্লবী কেবল তার পরিবারের আয়ে শুধু অবদান রাখে না, সে এবং তার সহকর্মী দলের সদস্যরা প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ভাল অভ্যাস ও চর্চা প্রতিষ্ঠা করেছে।
৫	বিভাগ-বাঁকুড়া — উত্তর জে এফ এম সি- বীরসিংহ দীঘিরপাড় স্বনির্ভর দল- মহাপ্রভু স্বনির্ভর দল উপভোক্তা- পূর্ণিমা লোহার	**মাদুলি পরে নয় মাদুলি বানিয়ে বদলে গেছে পূর্ণিমার জীবন** মাদুলি তৈরির ব্যবসায়ী পূর্ণিমা লোহার মহাপ্রভু স্বনির্ভর দলেরএকজন সদস্য। এটা তাদের পারিবারিকব্যবসা। সেএবং তার শাশুড়ি নিয়মিত ঘরগেরস্থালির কাজের পাশাপাশি মাদুলি তৈরির কাজে সাহায্য করে। পূর্ণিমা লোহারের মতে, তার পণ্যের একটি স্থায়ী বাজার রয়েছে, এবং তারা মাসিক ৩০০০ — ৪০০০টাকা আয় করতে সক্ষম। উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে আয় আরও বাড়ানো যেতে পারে। পূর্ণিমা ও তার স্বামী বনসুরক্ষা কমিটি বা জেএফএমসি সক্রিয় সদস্য এবং জাইকা প্রকল্পের সহায়তায় জেএফএমসির ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়ার বিষয়ে তারা অবগত হওয়ার পরে ঋণ পেতে সাহায্য করার জন্য তাদের এসএইচজি মহাপ্রভু স্বনির্ভর দলের কাছে আবেদন করেছিল। এবং জেএফএমসির কাছে ৭০০০ টাকা ঋণের জন্য তারা আবেদন করে। বিশেষত যখন বাজারে কাঁচা মালের দাম কমে গেলে মজুত করাতে বিনিয়োগে করে। সে তাদের পারিবারিক ব্যবসাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, যার ফলে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ এই ধরনের ছোট ব্যবসা শুরু করতে উৎসাহিত হয়। পূর্ণিমা নিয়মিত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে এবং বড় পরিমাণ ঋণ পেতে আগ্রহী। সে তার ব্যবসার জন্য অবশ্যই একটি ছোট আলাদা ইউনিট নির্মাণের স্বপ্ন দেখে এবং অবশ্যই একজন গর্বিত ঠাকুমা হিসাবে সে তার নাতির জন্য সঞ্চয় করতে চায়। সে চায় তার নাতি একজন অত্যাধুনিক মেশিন আবিষ্কারী ইঞ্জিনিয়র হয়ে উঠবে। গৃহকর্ম ও কয়েক বছরের ব্যবসা সফলভাবে চালানোর দরুন অর্জিত আত্মবিশ্বাসের মধ্যে নিহিত পূর্ণিমার এই স্বপ্ন।

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগ	সাফল্যের কাহিনী
৬	বিভাগ-বাঁকুড়া — উত্তর জে এফ এম সি- ধাপানজুড়ি স্বনির্ভর দল- মা চণ্ডী স্বনির্ভর দল উপভোক্তা- গঙ্গা লোহার	**অন্যের থালায় পুষ্টি জোগানদিয়ে নিজের পরিবারের মুখে খাবার তুলে দেয় গঙ্গা** গঙ্গা এক দরিদ্র পরিবারের একজন। পরিবারের কোনো কৃষি জমি নেই। সামান্য দিনমজুরির আয়ে এবং দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারগুলির জন্য সরকার প্রদত্ত পরিকল্পনার উপর তারা নির্ভরশীল। সে এবং তার স্বামী নিয়মিত জেএফএমসির বৈঠকে অংশগ্রহণ করে। সংসারকে আরও ভালভাবে চালাতে, একটি ছোট ব্যবসা শুরু করার জন্য অনেক চাওয়া ও খোঁজার পরে জেএফএমসি সহায়তায় জাইকার প্রকল্পের অধীনে ছোট ঋণ পাবার সুযোগ তাদের কাছে এসেছে। গঙ্গা তার স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে ঋণের জন্য আবেদন করেছে এবং জেএফএমসি ১০টি সমান কিস্তিতে পরিশোধ করার জন্য ৬০০০ টাকার ঋণের আবেদনপত্র অনুমোদন করেছে। ঋণের টাকা দিয়ে সে ছোট সবজি দোকান দেয় এবং গ্রামবাসীরা তাকে গ্রামের বাজারে দোকান দেওয়ার জন্য একটি জায়গা দিয়েছিল। কাছের ছোট শহর থেকে তাজা শাকসব্জী কিনে কম লাভে তার গ্রামের দোকানে এনে বিক্রি করে। ধীরে ধীরে তার ব্যবসা বাড়তে শুরু করে। সে সত্যিকারের এক ব্যবসায়ী, দোকানে কেবলমাত্র তাজা এবং ভাল মানের সবজি রাখে।যেজন্য বিশ্বস্ত গ্রাহকরা তার দোকানে আকৃষ্ট হয় এবং দোকান খোলা থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও ক্ষতির মুখোমুখি সে হয়নি। গঙ্গা এখন আত্মবিশ্বাসী, যে সে তার পরিবারের মুখে দু'বেলার খাবার তুলে দিতে পারে, তার ছেলেকে স্কুলে পাঠাতে পারে এবং ভবিষ্যতে ব্যবসা বাড়তে কিছু টাকা সঞ্চয়ও করতে পারে। সে ঋণের কিস্তি মেটাতে শুরু করেছে। গঙ্গা এখন গ্রামের মহিলাদের কাছে অনুপ্রেরণা।
৭	বিভাগ-কোচবিহার ডিএমইউ জে এফ এম সি- তেকনিয়া ভাজানের চর স্বনির্ভর দল- মারিয়ম স্বনির্ভর দল উপভোক্তা- পিঙ্কি বর্মণ	**পিঙ্কির ছোট দোকানই তার সুরক্ষিত ভবিষ্যতের জন্য এক বড় পদক্ষেপ** কোচবিহার জেলার একটি দূরবর্তী বনভূমি গ্রাম তেকোনিয়া ভাজানের চরে এক দরিদ্র পরিবারের সদস্য পিঙ্কি বর্মণ। তার গ্রামে আগে কোন মুদি দোকান ছিল না। তাকে ও তাদের গ্রামের অন্যান্যদের ন্যূনতম প্রয়োজনে মাথাভাঙ্গা পর্যন্ত যেতে হতো। তবু, বিকল্প ব্যবস্থার জন্য কোন উদ্যোগ ছিল না, একদিন পিঙ্কির চ্যালেঞ্জ নিয়ে গ্রামে নিজের ছোট মুদি দোকান শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল। তেকনিয়া ভাজনার চর জেএফএমসি এর সাথে যুক্ত মরিয়ম স্বনির্ভর দলের একজন সদস্য পিঙ্কি। স্বনির্ভর দলের সুপারিশে জেএফএমসির সহায়তায় জাইকা প্রকল্প থেকে মসে ৬০০০ টাকার ঋণ পায়। সেই মূলধন থেকেপিঙ্কি মুদি সামগ্রী মাথাভাঙ্গা থেকে কিনে আনে। সে কঠোর পরিশ্রম করে,

উত্তরণ দিন বদলের কাহিনী

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগ	সাফল্যের কাহিনী
		নতুন ব্যবসা এবং সংসারের কাজে ভারসাম্য রাখে এবং সে কখনো হাল ছেড়ে দেয়নি। সৌভাগ্যবশত রাস্তার সামনে তার বাড়ি থাকায়, সে নিজের বাড়িতেই এই ছোট মুদি দোকান খুলেছে। শীঘ্রই ক্রেতারা তার দোকানে আসতে শুরু করেছে এবং তার ব্যবসা খুব ভাল চলছে। সে প্রতি সপ্তাহে গড়ে ১২৫০ টাকা আয় করে এবং যা মাসিক ৫০০০ টাকা পর্যন্ত হয়। এখান থেকে সে নিয়মিত প্রতি মাসে ৫০৫ টাকা ঋণের কিস্তি হিসাবে পরিশোধ করে। এই ব্যবসা কিভাবে তার জীবনকে প্রভাবিত করেছে? তার নিজের কথায় 'কেউ বিশ্বাস করতো না যে আমি এই ব্যবসা চালাতে পারবো। যদিও এই ব্যবসাটি ছোট, তবুও এতে আমার নিজের বাড়ির মধ্যে ও বাইরে গ্রাম- সমাজে আমার জন্য এক প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এতে আমার আত্মবিশ্বাস বেশ বেড়েছে। আর, আমাকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা দিয়েছে।"
৮	**বিভাগ-কোচবিহার ডি এম ইউ** **জে এফ এম সি-তেকনিয়া ভাজানের চর** **স্বনির্ভর দল- বিদ্যাসাগর পুরুষ স্বনির্ভর দল** **উপভোক্তা- শিবনাথ বাসুনিয়া**	**সব্জি ফেরি করে নিজের পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছে শিবনাথ** কে বলেছে যে, ক্ষমতায়নের সফর এবং পরিবর্তন শুধুমাত্র নারীর জন্যই সীমাবদ্ধ? এখানে শিবনাথ বাসুনিয়া, তেকনিয়া ভাজানের চর জেএফএমসির একজন সক্রিয় সদস্য, কোন সংকোচ না রেখে জীবন পরিবর্তনের সুযোগকে আঁকড়ে ধরতে জেএফএমসির (জাইকার প্রকল্পের সহযোগিতায়) থেকে ৬০০০ টাকার ছোট ঋণ নিয়ে নব উদ্যমে নতুন ব্যবসা শুরু করে। আজ তার কঠোর পরিশ্রম এবং দৃঢ়তা পুরস্কৃত হয়। তার সব্জি ফেরির ব্যবসা বেশ ভালোভাবে চলছে। সে সপ্তাহে গড়ে ২৫৫০ টাকা এবং মাসিক ১০০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করে। শিবনাথ দিনমজুর ছিল আর তার সামান্য পারিবারিক জমি আছে, যা সারা বছর ধরে সংসার চালানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। প্রায়শ উপোষ করে থাকা তাদের কাছে খুব সাধারণ ব্যাপার ছিল। তার পরিবার বেঁচে থাকার জন্য প্রায়ই বন থেকে সামান্য বনজ সম্পদ এবং জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে আনতো। এখন জীবন ভালোর জন্যই পরিবর্তিত হয়েছে। শিবনাথ তার নিজের ব্যবসা শুরু করেছে। সে প্রায়ই কাছাকাছি বাজার থেকে প্রতি সপ্তাহে ৬২০০ টাকার সব্জি কিনে প্রতি সপ্তাহে ২৫৫০ টাকা লাভে ঐ সব্জি ফেরি করে। তার নতুন পেশাটি তাকে এবং তার পরিবারে সমস্যার সমাধান শুধু করেনি, বরং তার আত্মবিশ্বাসকে ব্যাপকভাবে উতাহিত করেছে। এতে তাদের ছোট্ট গ্রামে তাদেরপরিবারের সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে বনভূমির উপর তাদের নির্ভরতা কমে গেছে। শিবনাথের গ্রামে অনেক দিনমজুর শ্রমিক যারা চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করে তাদের জন্য এটি একটি অনুপ্রেরণীয় ঘটনা, এবং বর্তমানে শিবনাথের সাফল্যের দ্বারা তারা অনুপ্রাণিত।

সমষ্টি উন্নয়নমূলক কাজ

ক্রমিক সংখ্যা	বিভিন্ন জেএফ এম সি তে রূপায়িত উন্নয়নমূলক কাজের বিবরণ	সংখ্যা	কত অর্থ ব্যয় হয়েছে
1	Atchala Construction	25	6,443,847.00
2	Barbed Wire Fencing	2	117,215.00
3	Bathing Ghat Construction	23	2,470,559.00
4	Bathroom Construction	11	985,789.00
5	Boundary Wall Construction	7	1,714,711.00
6	Burning Ghat Construction	9	1,706,572.00
7	Catch Water Drain Construction and Foot-Track Construction	1	254,521.00
8	Community Hall Construction	153	56,307,845.00
9	Community Shed Construction	17	3,373,760.00
10	Concrete Road Construction	62	13,171,424.00
11	Construction of Door & Window	2	112,138.00
12	Construction of Drain	11	1,637,078.00
13	Construction of Irrigation Drain	9	1,747,058.00
14	Construction of Lock Gate	1	94,979.00
15	Construction of Morram Road	41	7,425,617.00
16	Construction of Morram Road	2	153,333.00
17	Construction of Platform	22	1,123,092.00
18	Construction of Poultry Firm	1	100,000.00
19	Construction of Pump House	10	551,134.00
20	Construction of Pump House	1	23,572.00
21	Construction of Rest Shed	7	1,216,257.00
22	Construction of Store Room Building	2	273,510.00
23	Construction of Water Storage Tank	8	680,248.00
24	Construction of Wheel Track/Jeepable Road	3	1,379,742.00
25	Cultural Stage/Mukta Mancha Construction	14	3,424,245.00
26	Culvert Construction	22	3,049,668.00
27	Drinking Water Facility	32	2,828,022.00
28	Dug Well Construction	11	695,839.00
29	Earthen Dam Construction	8	2,081,515.00
30	Electrification of Community Hall	2	103,762.00
31	Excavation of Pond	57	12,815,303.00
32	Extension of Pipeline in connection with Submersible Pump Sinking	3	220,200.00
33	Extra work for Community Hall	3	144,928.00
34	Fencing of School Playground	2	473,497.00
35	Fencing Work with G.I. wire net	1	88,859.00
36	Fishery Extension	2	100,000.00
37	Foot Track Construction	6	1,464,668.00
38	G.I. Goal Post	1	42,858.00
39	Grill Works	1	66,640.00
40	Guard Wall Construction	5	678,056.00
41	Harimela	1	254,521.00
42	Hati Nala	1	506,232.00

৩৫

ক্রমিক সংখ্যা	বিভিন্ন জেএফ এম সি তে রূপায়িত উন্নয়নমূলক কাজের বিবরণ	সংখ্যা	কত অর্থ ব্যয় হয়েছে
43	Improvement of Community Development Facilities	20	633,705.00
44	Installation of Power Fencing Materials	1	88,900.00
45	Installation of Tube Well	326	52,236,754.00
46	Installation of Tube Well	4	344,962.00
47	Installation of Water Pipe Line	5	620,109.00
48	Jaher Than Construction	3	659,637.00
49	Lawn with RCC Slab	1	57,000.00
50	Making Board for Community Development Work	8	66,500.00
51	Market Shed Construction	5	1,240,696.00
52	Materials for Community Hall	8	224,972.00
53	Mid-Day Meal Shed Construction	1	254,537.00
54	Mini deeptubewel/ Bandh renuvation	4	1,117,666.00
55	Overhead Tank Construction	24	966,394.00
56	Paddy Thresher	3	445,003.00
57	Plumbing & Electrification Works	1	65,995.00
58	Pump Room Construction and Submersible Pump Sinking	2	146,800.00
59	Pump Set Installation	14	2,699,551.00
60	Purchase of Utensils	2	131,308.00
61	Repairing of Road	33	3,272,554.00
62	Ring Well Construction	28	1,988,682.00
63	School Room Extension	7	992,505.00
64	Setting up alternative electric Supplyline using Turbine Engine	1	255,800.00
65	Solar Light Installation	105	10,609,360.00
66	Submersible Pump & Culvert	1	305,420.00
67	Supply of Electric Pump	2	137,470.00
68	Supply of Electrical Items	13	460,812.00
69	Supply of Electronic Equipments etc.	5	117,233.00
70	Supply of Furniture for Community Development Works	47	1,417,835.00
71	Supply of Power Tiller Machine	6	1,248,640.00
72	Supply of Sewing Machine	2	152,000.00
73	Supply of solar energizer materials for Power Fencing	1	485,658.00
74	Supply of Spray Machine	4	304,164.00
75	Supply of Wild Elephant Driving Materials	1	16,100.00
76	Temple Construction	4	1,035,829.00
77	Toe Wall Construction	1	99,300.00
78	Toilet Construction	34	2,386,500.00
79	Toilet Construction with Community Hall and Construction of Drain	1	761,247.00
80	Toilet Construction with Water Tank and Construction of Drain	1	571,759.00
81	Watch Tower Construction	17	1,561,173.00
	Grand Total	**1348**	**222,283,357.00**

বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যবসায়িক পরিকল্পনা

ক্রমিক সংখ্যা	ব্যবসায়িক পরিকল্পনার ধরন	কত জন এস. এইচ. জি. সদস্য যুক্ত	কত অর্থ ব্যয় হয়েছে
1	Babui Rope Making	83	468,810.00
2	Bamboo Collection and Supply	7	52,500.00
3	Beauty Parlour Extension	4	24,500.00
4	Betel Leaf and Variety Store	13	81,170.00
5	Betel Nut Business	52	322,446.00
6	Blacksmith Shop	4	23,750.00
7	Bori Making	170	1,025,826.00
8	Broiler Meat Sale	13	83,489.00
9	Broom Making	92	515,920.00
10	Business of Bag Making	15	121,144.00
11	Business of Bamboo Craft	74	473,390.00
12	Business of Boiled Egg	4	25,000.00
13	Business of Carpentry Works	6	37,800.00
14	Business of Chhatu	48	279,055.00
15	Business of Chicken	373	2,271,953.00
16	Business of Chicken and Duck	129	752,854.00
17	Business of Chicken and Sale of Goat	5	31,500.00
18	Business of Dal	10	57,357.00
19	Business of Decoration and Catering	1	10,000.00
20	Business of Egg	42	258,955.00
21	Business of Empty Sacks etc.	10	59,200.00
22	Business of Ferryman	1	6,000.00
23	Business of Fish	221	1,288,484.00
24	Business of Floriculture	13	78,270.00
25	Business of Fried Gram	25	151,500.00
26	Business of Fried Nuts	30	176,837.00
27	Business of Fruit	10	60,000.00
28	Business of Furniture	8	55,500.00
29	Business of Garments	129	846,611.00
30	Business of Ghugni etc.	17	101,300.00
31	Business of Ginger and Garlic	2	11,000.00
32	Business of Goat	271	1,738,898.00
33	Business of Grocery	354	2,401,914.00
34	Business of Handcraft Items	2	11,921.00
35	Business of Hawker	1	6,000.00
36	Business of Honey	3	18,764.00
37	Business of Idli	1	5,300.00
38	Business of Kantha Stitch	74	543,432.00
39	Business of Kendu Leaves	12	65,000.00
40	Business of Meat	57	369,326.00
41	Business of Ox	3	22,320.00

ক্রমিক সংখ্যা	ব্যবসায়িক পরিকল্পনার ধরন	কত জন এস. এইচ. জি. সদস্য যুক্ত	কত অর্থ ব্যয় হয়েছে
42	Business of Paddy	163	1,201,145.00
43	Business of Paneer	2	7,990.00
44	Business of Popcorn	4	20,533.00
45	Business of Potato	2	12,000.00
46	Business of Pottery	17	118,000.00
47	Business of Rice Husk	2	12,000.00
48	Business of Rice Making	495	3,147,976.00
49	Business of Roasted Ground Nut and Muri Making	1	6,250.00
50	Business of Saloon	5	29,880.00
51	Business of Soap	17	90,492.00
52	Business of Spices Powder	71	413,680.00
53	Business of Sugarcane Juice	2	14,500.00
54	Business of tyre, petrol and diesel	3	18,000.00
55	Business of Wood Apple Shell & Pulp	2	13,000.00
56	Buy and Sell of Rice	44	276,750.00
57	Buy and Sell of Sal Leaves	595	3,570,265.00
58	Buy and Sell of Sesame and Mustard	1	6,500.00
59	C.T. Gold Shop	14	82,100.00
60	Canteen Shop	7	47,666.00
61	Chanachur Shop	4	23,280.00
62	Chira Making	175	1,001,241.00
63	Chira Making & Goat rearing Business	1	7,600.00
64	Cold Drinks and Water Bottle Shop	1	10,000.00
65	Collection of Ghee	8	71,400.00
66	Copper Jewellery	29	178,681.00
67	Cosmetic Shop	21	148,415.00
68	Cycle Repairing Shop	20	138,080.00
69	Dalbara Business	3	15,000.00
70	Electricals Business	2	20,500.00
71	Electronics Store	5	38,000.00
72	Fast Food Shop	181	1,092,848.00
73	Food Stall	41	260,296.00
74	Gandha Phool Farming	1	6,000.00
75	Guglee (Snail) Business	6	30,220.00
76	Imitation Jewellery Shop	5	26,857.00
77	Jhalmuri Business	2	12,000.00
78	Maduli Shilpo	7	47,500.00
79	Making & Selling of Cement Brick	1	6,900.00
80	Making of Boutique Saree	23	108,100.00
81	Making of Chhana	10	56,640.00
82	Making of Gunny Bags	2	15,250.00
83	Making of Mat from Date Palm Leaves	22	118,900.00
84	Making of Narikel Naru and Nimky	10	67,450.00

ক্রমিক সংখ্যা	ব্যবসায়িক পরিকল্পনার ধরন	কত জন এস. এইচ. জি. সদস্য যুক্ত	কত অর্থ ব্যয় হয়েছে
85	Making of Paper Packet and Chand Mala	3	18,000.00
86	Making of Paper Packet	179	823,354.00
87	Making of Plate by Sal Leaves	942	5,684,973.00
88	Making of Stick by hand stitched	6	39,000.00
89	Making of Weaver Rope	1	5,000.00
90	Mirchi Business	1	11,000.00
91	Mixture of Gram and Boiled Egg Business	2	11,180.00
92	Muri and Moa Making	1	6,000.00
93	Muri Making	1053	6,211,013.00
94	Muri Making and Thonga Making	4	25,000.00
95	Mushroom Cultivation	103	510,950.00
96	Necklace Preparation from Parasi Stick	7	34,500.00
97	Necklace Preparation from Wood Apple	154	788,159.00
98	Paddy De-Husking	68	414,957.00
99	Paddy De-Husking and Vegetable	12	75,000.00
100	Painter	1	6,000.00
101	Pan Stall	89	510,292.00
102	Pickle Making	4	28,571.00
103	Pitha Making	4	24,250.00
104	Plate Making From Arcca Tree	5	25,000.00
105	Pork Business	104	663,264.00
106	Poultry Business	105	641,475.00
107	Printing & Sticker Business	2	20,000.00
108	Renting Services of Centering Woods Sheet	4	40,000.00
109	Rice Hotel Extension	1	6,250.00
110	Rice Shop	31	200,058.00
111	Sabujshree Grafting	5	33,647.00
112	Sale and Repairing of Torch Light	1	5,200.00
113	Sale of Alluminium Utensils	8	56,677.00
114	Sale of Bakery Items	6	42,000.00
115	Sale of Betel Nut Seedlings	2	11,880.00
116	Sale of Footwear	9	66,386.00
117	Sale of Handmade Doko	5	33,180.00
118	Sale of Lamb	28	168,260.00
119	Sale of Milk	251	1,523,661.00
120	Sale of Pig	7	45,320.00
121	Sale of Rope	2	16,250.00
122	Sales of Handmade Stitches Items	6	38,790.00
123	Sales of Home Interior Items	4	28,244.00
124	Selling of Gamcha	29	158,100.00
125	Selling of Sal Leaves after Sewing and Making of Thonga	1	6,250.00
126	Selling of Tea Leaves	9	53,260.00
127	Selling of Vegetables	957	5,432,676.00

ক্রমিক সংখ্যা	ব্যবসায়িক পরিকল্পনার ধরন	কত জন এস. এইচ. জি. সদস্য যুক্ত	কত অর্থ ব্যয় হয়েছে
128	Selling of Vegetables and Business of Goat	1	5,000.00
129	Selling of Vegetables and Fish Vending	1	6,250.00
130	Stationery Shop	68	473,741.00
131	Supply Business of Cement	2	19,800.00
132	Sweets Shop	12	72,390.00
133	Tailoring Shop	120	796,230.00
134	Tea and Tarmeric Sale	1	6,250.00
135	Tea Stall	176	1,108,432.00
136	Thonga and Goatery	12	59,026.00
137	Thonga and Puffed Rice	7	40,178.00
138	Upgradation of Fertilizer Business	1	6,000.00
139	Upgradation of Medicine Shop	2	12,000.00
140	Upgradation of Shop (Grocery) and Sale of Clothes and Poultry Business	1	6,140.00
141	Upgradation of Studio	1	6,000.00
142	Upgrading Existing Ration Shop	1	9,080.00
143	Vegetable Farming	405	2,613,645.00
144	Weaving & Selling of Sheets	1	6,500.00
145	Weilding Shop	1	7,785.00
146	Xerox and Printing Shop	5	44,750.00
	Total	**9,450.00**	**57,367,105.00**

পশ্চিমবঙ্গ বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প

ব্লক -এল বি-২ , সল্টলেক , কলকাতা-৭০০১০৬